NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ কারচুপি ও ডেমোগ্রাফি বদলানোর চেষ্টা করছে বিজেপি: অভিষেক

কাঁচরাপাড়ার রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে উদ্ধার চারটি তাজা বোমা ২

কলকাতা ১ এপ্রিল ২০২৬ ১৭ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 01.04.2026, Vol.19, Issue No. 289, 8 Pages, Price 3.00

এবার পদ্মে লিয়েন্ডার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ অবশেষে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দিলেন বিজেপিতে। বহুদিন ধরেই তাঁর রাজনৈতিক যোগদানের জল্পনা চলছিল, আর সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার দিল্লিতে দলের সদর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে পদ্ম পতাকা হাতে তুলে নেন তিনি। এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুখ, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের নভেম্বরে গোয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তবে তৃণমূলের হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে সে ভাবে দেখা যায়নি প্রাক্তন টেনিস তারকাকে।

লিয়েন্ডারকে দলে স্বাগত জানানোর সময় সুকান্ত মজুমদার বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটির সঙ্গে লিয়েন্ডারের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তিনি উল্লেখ করেন, লিয়েন্ডার শুধু একজন ক্রীড়াবিদ নন, বরং বাঙালির গর্ব। তাঁর কথায়, 'লিয়েন্ডার পেজ পশ্চিমবঙ্গের সন্তান, তাঁকে দলে পেয়ে আমরা গর্বিত। বিজেপির জন্য এটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।' তিনি আরও বলেন, লিয়েন্ডারের পরিবার ও সংস্কৃতির শিকড়ও বাংলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা তাঁকে আরও বেশি করে রাজ্যের মানুষের কাছে আপন করে তোলে।

লিয়েন্ডার পেজ নিজেও তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, এই দিনটি তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দীর্ঘ চার দশক দেশের হয়ে টেনিস খেলেছেন তিনি, এবার নতুন ভাবে দেশসেবার সুযোগ পেলেন বলে মনে করছেন। তাঁর কথায়, 'বিজেপি আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে, তা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আমি সব সময় দেশের জন্য খেলেছি, এখন দেশের মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।' তবে শুধু আবেগ নয়, ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তিনি। লিয়েন্ডার জানান, তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গে টেনিসের পরিকাঠামো খুবই সীমিত ছিল। এমনকি গোটা দেশেই ইনডোর টেনিস কোর্টের অভাব ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। যদিও বর্তমানে পরিস্থিতি আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে, তবুও আরও উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

মঙ্গলবার দিল্লিতে দলের সদর দপ্তরে বিজেপিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ।

কমিশনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ নয়, বদলির মামলা খারিজই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে পুলিশকর্তা, বিডিও থেকে ওসি, পুলিশ এবং প্রশাসনে ঢালাও রদবদলের প্রতিবাদে শাসকদল তৃণমূলের মামলা খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার আদালত জানায়, সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ করছে। মামলা খারিজের সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ রয়েছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চের।

রাজ্যে ভোট ঘোষণার পরেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে একাধিক আমলা এবং পুলিশ আধিকারিককেও

কমিশন বদলি করে দেয়। এমনকী বেশ কয়েকজন আমলাকে ভিন রাজ্যে পর্যবেক্ষকও করা হয়। কমিশনের এহেন পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন আইনজীবী অর্ককুমার নাগ। আবেদনে সরকারি আধিকারিকদের বদলিতে স্থগিতাদেশ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এই মামলায় আবেদনকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলার শুনানিতে কমিশনের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুধু তাই নয়, যেভাবে আধিকারিকদের বদল করা হচ্ছে তাতে বিপর্যয়ের আশঙ্কাও উঠে আসে আইনজীবীর সওয়ালে।

কমিশনের এহেন পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন আইনজীবী অর্ককুমার নাগ। আবেদনে সরকারি আধিকারিকদের বদলিতে স্থগিতাদেশ দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

ফোন ট্র্যাক হচ্ছে, সিইও-র দপ্তরে নালিশ ঠুকলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্যের ফোন-লোকেশন ট্র্যাক করা হচ্ছে। এবার এই অভিযোগ তুলে সিইও দপ্তরের দ্বারস্থ হলেন ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। এক্ষেত্রে একেবারে পুলিশের উচ্চ পদস্থ কর্তাদের নামও সাংবাদিক বৈঠকে করেছেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'এসটিএফ-এর জাভেদ শামিম, আইবি-র বিনীত গোয়েল, শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে মণ্ডল স্তরের বিজেপি নেতাদের ফোন-লোকেশন ট্র্যাক করছে, আমাদের কাছেও পাল্টা তথ্য প্রমাণ রয়েছে।' শুভেন্দুর দাবি, সিআইডি, এসটিএফ, আইবি ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটিতে নির্বাচন কমিশনকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

শুভেন্দুর দাবি, কমিশনের তরফ থেকে অর্ডার দেওয়া হচ্ছে, কিছুক্ষেত্রে তা কার্যকর করা হচ্ছে না। এই বিষয়টি তিনি কমিশনের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি মনোজ ভর্মা কীভাবে সব রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন, সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের নেতাদের এখনও আগের মতন সুবিধা করে দিচ্ছেন।' পাশাপাশি, শুভেন্দু জঙ্গিপুরের এসপি মেহেদি হাসান, পশ্চিম

মেদিনীপুরের এসপি পলাশ ঢালিও কমিশনের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। শুভেন্দুর দাবি, মমতার দুটো বক্তব্যের ক্লিপ ও ভাষণের পেনড্রাইভ জমা দিয়ে এসেছেন তাঁরা। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এক জায়গায় ভাষণে তিনি বলছেন, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বা ভোটের কাজে নিযুক্ত নিরাপত্তাবাহিনীদের বিরুদ্ধে মহিলাদের লেলিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। মমতা বলেছেন, আপনারাই হাতা খুন্তি নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। এভাবে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর তিনি আক্রমণ করেছেন।'

বিডিও সাসপেন্ড

■ **ভোটকর্মীকে মারধরের অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। নদিয়ার হাঁসখালির বিডিও সায়ন্তন ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করা হল। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে অবিলম্বে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ মার্চ রানাঘাটের দেবনাথ ইনস্টিটিউট স্কুলে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন হিংসার ঘটনা ঘটে। সেখানে সৈকত চট্টোপাধ্যায় নামে এক শিক্ষক গুরুতর জখম হন এবং এই ঘটনায় রানাঘাট থানায় এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও বিডিও হিসেবে সায়ন্তন ভট্টাচার্য নির্ধারিত প্রোটোকল মানতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর এই 'গাফিলতি'র জেরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং তা কমিশনের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন আয়োজনের প্রচেষ্টাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে নির্দেশিকায়।**

বীজপুরে বিজেপির প্রার্থীকে মারার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নির্বাচনী কার্যালয়ে ঢুকে বিজেপি প্রার্থীকে মারার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত এক দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হালিশহর বাগমোড়ে। ধৃতের নাম বাবাই চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া নতুন পল্লীতে। আচমকা কার্যালয়ে ঢুকে প্রার্থীকে মারতে উদ্যত হবার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে হালিশহর থানায়। ঘটনায় নিয়ে বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস জানান, প্রচার সেরে তিনি জনবহুল বাগমোড়ে নির্বাচনী কার্যালয়ে ছিলেন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে। আচমকা পাঞ্চার হাতে নিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁর ঘরে ঢুকে মারতে উদ্যত হয়।

ফর্ম ৬-এ ধুন্ধুমার

চক্রান্ত, মমতার চিঠি জ্ঞানেশকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় নতুন করে নাম তোলার আবেদন পত্র বা 'ফর্ম ৬' জমা পড়াকে ঘিরে বিপুল অনিয়মের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লিখেছেন। এর আগে এসআইআর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্ঞানেশ কুমারকে একাধিক চিঠি দিলেও তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারপার্সন হিসেবে এটি তাঁর প্রথম চিঠি। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী দাবি করেছেন, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য সন্দেহজনকভাবে বিপুল আবেদন জমা পড়ছে। বাংলার ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, 'ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ছে এবং একইসঙ্গে নতুন করে বিপুল আবেদন জমা পড়ছে, যা পরিকল্পিত চক্রান্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাঁর কথায়, বাংলার সঙ্গে কোনও প্রকৃত যোগ নেই এমন ব্যক্তিদের ভোটার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তিনি আরও দাবি করেন, সুপ্রিম

কোর্ট ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে যে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বা বিয়োজন সংক্রান্ত দাবি-আপত্তি বিচারিক আধিকারিকদের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। সেই পরিস্থিতিতে প্রায় ৩০ হাজার নতুন ফর্ম ৬ আবেদন সরাসরি গ্রহণ করা হলে তা আইনবিরুদ্ধ হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

২৭ মার্চ জারি হওয়া একটি স্মারকের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত ফর্ম ৬ বা ফর্ম ৮-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং প্রযোজ্য আইনি কাঠামোর পরিপন্থী।

দুই ফুলে লড়াই সিইও-র দুয়ারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফর্ম ৬-এ ভিনরাজ্যের ভোটার ঢোকাচ্ছে কমিশন! এই অভিযোগে মঙ্গলবার দুপুর থেকে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সিইও দপ্তর চত্বরে। 'গতকালের অভিযোগের পরেও কমিশনের দপ্তরে কাঁড়ি কাঁড়ি, থলি থলি ফর্ম-৬ ঢুকেছে। মঙ্গলবার শুভেন্দুর অধিকারী বেরনোর পরেই পূর্ব মেদিনীপুরের এক ব্যক্তি ব্যাগ ভর্তি ফর্ম ৬ নিয়ে ঢুকেছে ইসি অফিসে।' সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা শ্যামপুকুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা।

'বাংলার ভোটার তালিকায় ঢোকানো হচ্ছে ভিনরাজ্যের ভোটার।' এই ইস্যুতে ফুটছে বঙ্গ রাজনীতি। মঙ্গলবার এই আগুনেই ঘি ঢাললেন শ্যামপুকুরের তৃণমূল প্রার্থী। সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এনে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন শশী পাঁজা। তাঁর অভিযোগ, 'শুভেন্দু অধিকারী আজ কমিশনের দপ্তর থেকে বেরনোর পরেই সেই অফিসে ঢোকেন পূর্ব মেদিনীপুরের এক ব্যক্তি। বিএলও-রা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। প্রায় ৪০০টারও বেশি ফর্ম-৬ উদ্ধার হয়েছে তাঁর কাছ থেকে।' বৈঠকে সিসিটিভি ফুটেজ সামনে দেখিয়ে 'প্রমাণ' দেন শশী। মন্ত্রী আরও বলেন, 'যাঁরা কমিশনের দপ্তরে ফর্ম-৬ ঢোকানোর কাজ করছেন, তাঁরা বিজেপির ক্যাডার।'

ফর্ম ৬-এ কারচুপি নিয়ে যখন সরাসরি কমিশনের দিকে আঙুল তুলেছে শাসকদল। তখন নিজেদের অবস্থান জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী কমিশনার মনোজ কুমার আগরওয়াল সাংবাদিক বৈঠকে করেন। প্রবল বিতর্কের মাঝে সাফাইয়ের সুরে তিনি জানান, 'ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য সারা বছরই ফর্ম ৬ দেওয়া যায়। আমি নতুন ভোটারের কথা বলছি। কে, ক'টা ফর্ম দেবে তার নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম নেই।'

উল্লেখ্য, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) অফিসে ফর্ম

তৃণমূল ঝড়ে তছনছ হবে বিজেপি: মমতা

পশ্চিম মেদিনীপুর: 'তৃণমূল হল একটা সমুদ্র, তার ঝড়ের দাপটে বিজেপি তছনছ হয়ে যাবে...।' মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উত্তরা সিংহ হাজরার সমর্থনে নির্বাচনী জনসভায় বিজেপিকে এভাবেই আক্রমণ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন গড়বেতার হাইস্কুল মাঠের জনসভায় মমতা বলেন, 'আজ সকালে সংবাদপত্রে ছবি দেখছিলাম ভোটার তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ গিয়েছে, তারা কিভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আদিবাসী ও সংখ্যালঘু মা, ভাই, বোনেরাও লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। পশ্চিমবাংলার মানুষের নাম কেটে দিয়ে- বিহার, রাজস্থান ও অরুণাচলপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ থেকে লোক ঢোকাচ্ছে। ট্রেনে করে লোক এনে ভোট দিয়ে বাংলার মানুষকে বাদ দিয়ে বিজেপি জিততে চাইছে। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বলব আপনারা সবাই লক্ষ রাখুন, কোথায় কি বাদ যাচ্ছে, আমি তাদের সঙ্গে রয়েছি। এভাবে বাংলাকে বধ করতে চাইছে বিজেপি, তবে আমি থাকতে কোনদিন তা সম্ভব হবে না। আমি বিদ্যাসাগরের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি এই বাংলার মানুষকে এসআইআর থেকে নাম বাদ দিতে দেব না। সৌদি আরবে গিয়ে এক

ঠাকুরমা সারদার জন্মভূমি, আমি তাকে প্রণাম জানাই। এই জেলা এবং এই এলাকায় কয়েকশো কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে।' ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের আশ্বস্ত করতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই এলাকায় মানুষের আলু চাষ অনেক বেশি। এখানে আলু চাষে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আলুর দাম না থাকায়। আমি তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আইসিডিএস, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে যে সমস্ত জায়গায় মিড ডে মিল হয় তাদের জন্য আমি আলু কিনব। কয়েকটা বিজেপি নেতা এখানে চক্রান্ত করছে। কিন্তু আলু নিয়ে আমি তাদেরকে রাজনীতি করতে দেব না।'

গড়বেতার জনসভার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আদিবাসী, মুসলিম ও হিন্দু ভাই-বোনেরা আপনাদের উন্নয়নের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন। মিথ্যাচার করছে বিজেপি, তাতে আপনারা কান দেবেন না। বাংলার বাইরের লোকেদের নিয়ে এসে নাম তুলছে বিজেপি। আপনাদের পরিবারের ভাই-বোনদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, আপনাদেরকে আন্দোলনের জন্য তৈরি থাকতে হবে।' তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্ন, 'নোটবন্দির লাইন, কেরোসিনের লাইন, আধারের লাইন, গ্যাসের লাইন, এসআইআর করে লাইন আর কত লাইন দিতে হবে বাংলার মানুষকে? এবার বিজেপি নিজেই বেলাইন হয়ে যাবে।'

মমতা বলেন, 'আমার কাজ হচ্ছে মানুষের সেবা করা, শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন কর্মই ধর্ম। ধর্মের নাম মানুষকে ভালোবাসা। সবাইকে একসাথে নিয়ে মেনে চলা, তাই মানব ধর্মকে রক্ষা করতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে।

'অসমে শান্তি ডবল ইঞ্জিনে'

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ: বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার অসমে শান্তি নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে বলে ভোটপ্রচারে দাবি করলেন নরেন্দ্র মোদী। তাঁর দাবি, অসমে দীর্ঘ সময় ধরে অস্থিতিশীলতা ছিল। কিন্তু গত দশকে পরিস্থিতি বদলেছে। 'মেরা বুথ, সবসে মজবুত সংবাদ'-এর অংশ হিসাবে নির্বাচন-মুখী অসমে বিজেপির বুথ স্তরের কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় মোদী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে বারোটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, বিজেপি কর্মীদের জনগণকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে কীভাবে কংগ্রেস শুধুমাত্র শিরোনাম তৈরি করতে এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে কাগজে-কলমে চুক্তি করত।

মোদীর কথায়, 'আমরা এমন এক যুগ দেখেছি যখন অসম হিংসায় জ্বলছিল। অসম দীর্ঘ সময় ধরে অস্থিতিশীল ছিল, কিন্তু গত দশকে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। আজ আমরা এক নতুন আত্মবিশ্বাস দেখতে পাচ্ছি, কারণ বিজেপির ডবল-ইঞ্জিন সরকার শান্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।'

বিহারের মন্দিরে পদপিষ্টে মৃত ৮

পাটনা, ৩১ মার্চ: মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে ফের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৮ জনের। মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বিহারের নালন্দায়। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। জানা যাচ্ছে, স্থানীয় এক শীতলা মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ও আহতরা সকলেই মহিলা বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রতি মঙ্গলবার নালন্দার ওই শীতলা মন্দিরে প্রচুর পুণ্যার্থী পুজো দিতে আসেন। এদিন চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার হওয়ায় মাত্রাছাড়া ভিড় হয়েছিল ওই মন্দিরে। ভিড়ের চাপ বেশি হওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় ওই এলাকায়। ছোটাছুটি শুরু করেন পুজো দিতে আসা মহিলারা। এই অবস্থায় সরু গলি দিয়ে হুড়োহুড়ি করে বেরনোর সময় অনেকেই মাটিতে পড়ে যান। ভিড়ের চাপে মৃত্যু হয় ৮ জনের। অন্তত ১২ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে পুলিশ। আহতদের

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

স্থানীয়দের তরফে জানা যাচ্ছে, প্রচুর মানুষের ভিড় জমলেও মন্দির চত্বরে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা ছিল না। স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য জানত মঙ্গলবার অন্যান্য দিনের তুলনায় এখানে অনেক বেশি ভিড় হবে। যে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী সেখানে ছিলেন তাঁদের পক্ষে এই ভিড় সামাল দেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। যার জেরেই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি করা হচ্ছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মৃতদের উদ্দেশে শোকপ্রকাশ ও আহতদের আরোগ্য কামনা করে মৃতদের পরিবারকে লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য ও আহত ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার রুইয়া

■ **জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশি অভিযান হয়েছিল আগেই। এ বার ৬০০ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা মামলায় শিল্পপতি পবন রুইয়াকে গ্রেপ্তার করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখা। মঙ্গলবার নিউ টাউনের একটি হোটেলের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০২৪ সালে বিধাননগরের ইকো পার্ক থানায় স্বপন কুমার মণ্ডলের দায়ের করা একটি মামলার প্রেক্ষিতেই এই গ্রেপ্তারি বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ, দেশ জুড়ে বিভিন্ন অনলাইন প্রতারণার টাকা ঢুকেছে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতি পবনকুমার এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। অভিযোগের তদন্তে নেমে প্রাথমিক ভাবে ৩১৫ কোটি টাকার হদিস পান সাইবার বিশেষজ্ঞেরা। তার পরেই গত নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার অপরাধ বিভাগ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পবনদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিল। তাতে দাবি করা হয়, পবন এবং তাঁর পরিবারের অনেকের নামে বহু ভুয়ো সংস্থা রয়েছে। সেই সমস্ত সংস্থার অ্যাকাউন্টে সাইবার প্রতারণার টাকা জমা রাখা হয়েছে। তদন্তকারীরা পবনের বাড়িতেও তল্লাশি চালিয়েছিলেন সে সময়।**

ভোটার তালিকায় কারচুপি ও ডেমোগ্রাফি বদলানোর চেষ্টা করছে বিজেপি: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন নির্বাচনের আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের মাটি থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণে বিঁধলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার টাউন ক্লাব মাঠে প্রার্থী অর্পিতা ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত বিশাল জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র ও ডেমোগ্রাফি বদলে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

এদিন জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'কাল আমি পুরুলিয়ায় সভা করার সময় খবর পাই যে, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে অবৈধভাবে ভোটারদের বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঢোকানো হচ্ছে।' তিনি আরও দাবি করেন, মেদিনীপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৮০০-র বেশি অবৈধ ভোটারকে তালিকায় যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে, যা তিনি সিইও দপ্তরে গিয়ে হাতেনাতে ধরেছেন। তাঁর অভিযোগ, বাংলার মানুষের মৌলিক ভোটাধিকার কেড়ে নিতেই এই চক্রান্ত করা হচ্ছে।

তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডের অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজ, আবাসন যোজনা ও পানীয় জল প্রকল্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতের টাকা রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বিজেপির 'ডবল ইঞ্জিন' সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'বালুরঘাটের মানুষ ডাবল ইঞ্জিনের স্বাদ ভালোভাবেই পেয়েছেন। কেন্দ্রে এবং স্থানীয় স্তরে প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও এলাকার প্রকৃত উন্নয়নে বিজেপি চরম ব্যর্থ।'

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তুলনা টেনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সবসময় নারী, কৃষক ও যুব সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছে। রান্নার গ্যাস, চা ও দুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করার পাশাপাশি তিনি বিজেপি নেতাদের উন্নয়নমূলক কাজের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ করার খোলা চ্যালেঞ্জ জানান।

জনসভা থেকে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, আগামী দিনেও মহিলাদের আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি, সবার জন্য ঘর এবং প্রতিটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে তৃণমূল সরকার বদ্ধপরিকর। পরিশেষে, বাংলার স্বার্থ রক্ষা এবং বহিরাগত প্রভাবমুক্ত রাজ্য গড়ার ডাক দিয়ে অর্পিতা ঘোষকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

কাঁচরাপাড়ার রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে উদ্ধার চারটি তাজা বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের রেলওয়ে ফোরম্যান কলোনির একটি পরিত্যক্ত কোয়াটার থেকে মঙ্গলবার ভোরে পুলিশ চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। ভোটের আগে ওই পরিত্যক্ত কোয়ার্টারে কে বা কারা বোমাগুলো মজুত রেখেছিল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। বোমা উদ্ধার নিয়ে বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, বীজপুর বোমার পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত ফাঁকা কোয়ার্টারগুলোতে পুলিশের তল্লাশি অভিযান চালানো উচিত। তাঁর অভিযোগ, কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১, ২, ৩, ২২ ও ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল ব্যাপকভাবে বোমা মজুত করছে ভোটে অশান্তি পাকানোর জন্য। রেলের সমস্ত পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলোতে তল্লাশি অভিযান চালানোর জন্য তিনি নির্বাচন কমিশন ও রেল প্রশাসনকে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, রেলের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলোতে যারা বসবাস করছেন। তাঁরা প্রকৃত ভোটার কিনা, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

কারন, ওই কোয়ার্টারগুলোতে বহিরাগত দুষ্কৃতীরা আশ্রয় নিয়ে বোমা-অস্ত্র মজুত করছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল একটা আতঙ্কের পরিবেশ বজায় রাখতে চাইছে। যাতে মানুষ ভয়ে ভোট দিতে না পারে। তৃণমূল নেতা প্রবীর সরকারের দাবি, প্রশাসন এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বিজেপি পরিচালিত নির্বাচন কমিশন প্রশাসনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে। এখন যা কিছু ঘটবে, তার দায়-দ্বায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।

সিপিএমকে বাঁচাতে বিজেপিকে আনতে হবে: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সিপিএমকে বাঁচাতে বিজেপিকে আনতে হবে। মঙ্গলবার সকালে ভোট প্রচারে বেরিয়ে লাল পার্টির কর্মীদের কাছে এমনই আর্জি করলেন বীজপুর কেন্দ্রের তরুণ বিগ্রেডের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস। এদিন তিনি কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের অমর সংঘ ক্লাবের কাছ থেকে প্রচার শুরু করে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে জয়ী সংঘ খেলার মাঠে প্রচার শেষ করেন।

প্রচারে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাম কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে সুদীপ্ত বলেন, সিপিএমকে বাঁচাতে বিজেপিকে আনতে হবে। অন্যথায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকবে না। তাঁর কথায়, যেদিন বিজেপি থাকবে না। দেখবেন তৃণমূলীরা সিপিএমকে আক্রম করবে। তাঁর দাবি, সিপিএম জেতার জায়গায় নেই। সিপিএমের ভোট ব্যাঙ্ক দাঁড়িয়েছে মাত্র ৫ শতাংশে। তাঁর কথায়, আগামীদিনে বিরোধী দল হিসেবে সিপিএম উঠে আসুক। কারণ, তৃণমূলকে আর নেওয়া যাচ্ছে না। তৃণমূল চুরি, দুর্নীতি, তোষণে পুরোপুরি আসক্ত হয়ে পড়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে বাম জোট বিরোধী হিসেবে থাকুক। তাহলে তাঁদের সঙ্গে যেমন যুক্তি, তর্ক হবে। তেমনি আলাপ আলোচনাও চলবে।

সুদীপ্তের অভিযোগ, তৃণমূলীরা তাঁদের ফ্লেক্স, ব্যানার ছিঁড়ে দিচ্ছে। দেওয়াল দখল করে নিচ্ছে। তবুও মানুষের মনে বিজেপি জায়গা করে নিয়েছে। তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীকে রত্নাকর দস্যুদের আখ্যা দিয়ে সুদীপ্তের হুঁশিয়ারি, যারা এখন বীজপুরে গুন্ডামি করছেন। তাঁদের পাপের ভাগ দুর্যোধন কিংবা দুঃশাসন কেউ নেবে না। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে তাঁরা জার্সি বদল করেও জ্যাক গুঁজে পরিবর্তনে গা ভাসাতে পারবেন না। তাঁর দাবি, বীজপুরে সিপিএমকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে তৃণমূল। সিপিএমকে প্রচার করতে ওরা সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। যাতে বিজেপির ভোট কেটে তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া যায়। সিপিএমের উদ্দেশে তিনি বলেন, ২০১১ সালে যারা অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়েছেন। তাঁদের বলছি, আপনারা বিজেপিকে ভোট দিন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজনৈতিক সৌজন্যতা এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় থাকবে।

সাঁকরাইলে মৃত্যুর পর ক্ষোভ, হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ভোরের আলো তখনও পুরোপুরি নামেনি। পেটের তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন বানুপুরের বাসিন্দা গোপাল পোদ্দার। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই পথ শেষ হল মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে;আর তাতেই সাঁকরাইলের গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে ছড়াল তীব্র ক্ষোভ।

পরিবারের অভিযোগ, 'ডাক্তার আসেননি অনেকক্ষণ। ওয়ার্ডবয় ওষুধ দেয়। তারপর একটা ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরই সব শেষ।' গোপালের দাদা কাঁপা গলায় বলেন, 'আমরা বারবার ডাকছিলাম, কেউ শুনল না।' এই অভিযোগ ঘিরেই হাসপাতালের সামনে জড়ো হন স্থানীয়রা। শুরু হয় বিক্ষোভ, ওঠে গাফিলতিরসুর। এক প্রতিবেশীর কথায়, 'চিকিৎসা যদি সময়মতো হতো, হয়তো ছেলেটা বাঁচত।' তবে পালটা অবস্থানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তাঁদের দাবি, চিকিৎসা শুরু হয়েছিল নিয়ম মেনেই। নার্সই ইঞ্জেকশন দেন, কিন্তু রোগীকে আর ফেরানো যায়নি।

ভোটের ট্রেনিংয়ে এসে রাস্তায় ক্ষোভ বিএলওদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: দুপুরের ট্রেনিং রুমে শুরু হয়েছিল প্রশ্ন, শেষ হল রাস্তায় অবরোধে। বসিরহাটের খোলাপোতায় ভোটকর্মীদের সেই ক্ষোভ যেন হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

প্রশিক্ষণ চলাকালীনই বিএলওদের অভিযোগ, সব নথি জমা দেওয়ার পরেও নাম কাটা হচ্ছে কেন? স্পষ্ট জবাব না-মেলায় তাঁরা আর চুপ থাকেননি। মিছিল করে টাকি রোড অবরোধ, তার জেরে মুহূর্তে থমকে যায় যান চলাচল। এক বিক্ষোভকারী বললেন, শুনানি হয়নি, তবুও নাম বাদ যাচ্ছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

একই ছবি মিনাখাঁ, জয়নগরেও। কোথাও টায়ার জ্বলছে, কোথাও মহিলারা ঝাঁটা হাতে পথে। স্থানীয়দের ক্ষোভ, 'প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভোট দিয়েছি, তবু তালিকায় নাম নেই!' প্রশাসনের বক্তব্য সংযত, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, জানালেন এক আধিকারিক।ভোটের আগে এই ক্ষোভের ঢেউ স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, তালিকার অঙ্ক শুধু সংখ্যা নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্নও।

প্রচুর ভোটে জিতিয়ে ছাপ্পার বদলা নিতে হবে, হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুরের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে যেন আগুন ছড়ালেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় বললেন, ঠিকঠাক ভোট হলে এবার পরিবর্তন হবেই। তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৮১ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে, এই পরিসংখ্যানকেই তিনি আসন্ন ফলাফলের ইঙ্গিত হিসেবে তুলে ধরলেন।

বালিঘাই থেকে কাঁথি, দুই সভাতেই তাঁর সুর ছিল আক্রমণাত্মক। কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা, তপ্রচুর ভোটে জিতিয়ে ছাপ্পার বদলা নিতে হবে।দ অতীতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলাম, ভবানীপুরেও হারাব।' মঞ্চে উঠে শিশির অধিকারী আরও একধাপ এগিয়ে দাবি করেন, 'বিজেপি জিতলে কাঁথির ছেলে মুখ্যমন্ত্রী হবে।'

অন্যদিকে শাসকদল পালটা আক্রমণে নেমেছে। তৃণমূল প্রার্থী তরুণ জানা বলেন, কে কী বলছে তাতে কিছু যায় আসে না, শেষ কথা বলবে মানুষ। আর তরুণ মাইতির সোজাসাপটা জবাব, ৩৬৫ দিন আমরা মানুষের পাশে আছি, তার জবাব মানুষই দেবে। ভোটের আগে তাই শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, পালটা প্রতিশ্রুতির লড়াইয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মেদিনীপুরের মাটি।

ভারতের প্রথম ULDC ফেজ-III SLDC কন্ট্রোল সেন্টার স্থাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন SDVCV টাওয়ারে অত্যাধুনিক ও উন্নত 'লোড ডিসপ্যাচ' প্রধান কন্ট্রোল সেন্টারটির উদ্বোধন করা হয়। ডিভিসির চেয়ারম্যান এস সুরেশ কুমার এই কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানেউপস্থিত ছিলেন ডিভিসির কারিগরি সদস্য এসকে পান্ডা, ERPC-র সদস্য সচিব কেবি জগতাপ, গ্রিড-ইন্ডিয়ার নির্বাহী পরিচালক শ্রী এস ব্যানার্জি, ডিভিসির সিস্টেমস বিভাগের নির্বাহী পরিচালক ডিকে সিং, পাওয়ারগ্রিডের ER II বিভাগের নির্বাহী পরিচালক একে নায়েক, পাওয়ারগ্রিডের GA&C বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য মহাব্যবস্থাপক সুনীল কুমার, পাওয়ারগ্রিডের ER II বিভাগের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক সোমনাথ নায়েক, WBSETCL SLDC-র মুখ্য প্রকৌশলী এস ব্যানার্জি এবং GE এর পরিচালক নীলেশ রাজে। এছাড়াও ডিভিসি, পাওয়ারগ্রিড, গ্রিড-ইন্ডিয়া এবং GE এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চতুর্থ তালিকায় নতুন সমীকরণ, ময়নাগুড়িতে বদলে গেল মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ময়নাগুড়ি: ভোটের প্রাক্কালে প্রার্থী নির্বাচনের সূক্ষ্ম কৌশলে আরও এক ধাপ এগোল ভারতীয় জনতা পার্টি। চতুর্থ দফার তালিকায় ১৩টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হলেও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে ময়নাগুড়ি কেন্দ্র।

প্রথম ঘোষণার পর স্থানীয় স্তরে কিছু মতামত সামনে আসে। সংগঠনের একাংশের বক্তব্য ছিল, তএলাকার মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, এমন প্রার্থীই আমাদের শক্তি বাড়াবে।দ সেই প্রেক্ষিতেই দল শেষ পর্যন্ত প্রার্থী বদলের সিদ্ধান্ত নেয়। সংশোধিত তালিকায় নতুন মুখকে সামনে এনে সংগঠন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে; মাঠপর্যায়ের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, তালিকার বাকি অংশেও রয়েছে সুপরিকল্পিত ভারসাম্য। চৌরঙ্গীতে নতুন প্রার্থী হিসেবে এক পরিচিত মুখকে তুলে ধরা হয়েছে, সোনারপুর উত্তর থেকে হাওড়া দক্ষিণ;প্রতিটি কেন্দ্রে আলাদা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক শীর্ষ নেতা বলেন, তএই তালিকা শুধু প্রার্থী ঘোষণা নয়, এটি আমাদের নির্বাচনী কৌশলের প্রতিফলন।দ

দলের অন্দরে সূত্রের দাবি, প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে একাধিক স্তরে আলোচনা হয়েছে। তস্থানীয় সংগঠন, জেলা নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে সমন্বয় রেখে তালিকা তৈরি হয়েছেদ;এমনই মত এক নেতার। ফলে তালিকায় যেমন নতুন মুখ, তেমনই অভিজ্ঞতার মিশ্রণ রাখা হয়েছে।সব মিলিয়ে, প্রার্থী বাছাইয়ে নমনীয়তা দেখিয়ে এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ভোটের আগে নিজেদের অবস্থান আরও সুসংহত করল গেরুয়া শিবির।

প্রার্থী তালিকা

সোনারপুর উত্তর- দেবাশিস ধর
চৌরঙ্গি-সন্তোষ পাঠক
সিতাই (এসসি) - আশুতোষ বর্মা
নাটাবাড়ি-গিরিজা শঙ্কর রায়
বাগদা (এসসি)- সোমা ঠাকুর
মগরাহাট পূর্ব (এসসি)- উত্তম কুমার বণিক
ফলতা-দেবাংশু পান্ডা
হাওড়া দক্ষিণ-শ্যামল হাতি
পাঁচলা-রঞ্জন কুমার পাল
চণ্ডীপুর-পীযূষ কান্তি দাস
গড়বেতা-প্রদীপ লোধা
মেমারি-মানব গুহ
বারাবনি-অরিজিৎ রায়
পরিবর্তিত প্রার্থী (ময়নাগুড়ি, এসসি)-ডালিম রায়

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা এপ্রিল, ১৭ই চৈত্র। বুধ বার। চতুর্দশী যুক্ত পুর্নিমা তিথি, জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গলর ও বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : আজ গুপ্ত শত্রু থাকলেও দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : পরিবারের সদস্যরা এক অনন্য সাধারণ রূপ ধারণ করবে। মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : লেখালিখি করেন যারা,সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সকালের দিকে সমস্যা থাকলে ও সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। বানিজ্য অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(আজ মদন চতুর্দশী তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8465 নং এফিডেভিট বলে আমি Md Shahenshah Alam S/o. Md Gazi Salauddin, সাং হিমনগর, মোনহরপুর, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু পল্লী, ডানকুনি, হুগলী-৭১২৩১০, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (১৫৭ বিদ্যাসাগর বিধানসভা, অংশ নাম্বার ১০৯, ক্রমিক নাম্বার ২৩০, কোলকাতা) আমার পিতার সঠিক নাম Md Gazi Salauddin-এর পরিবর্তে Md Ghazi Shlauddin S/o. Moinuddin ও আমার শিক্ষাগত শংসাপত্রে Md Ghazi Salauddin লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার পিতা Md Gazi Salauddin, Md Ghazi Salauddin ও Md Ghazi Shlauddin S/o. Moinuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 30/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 8351 নং এফিডেভিট বলে আমি Manija Khatun W/o. Asraf Hosen @ Asraph Mondal, R/o. Balikukhari, Harit, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (190 Polba Assembly, Part No. 74, Sl. No. 214, Hooghly) আমার সঠিক নাম Manija Khatun-এর পরিবর্তে Manija Mondal W/o. Asraph Mondal লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Manija Khatun ও Manija Mondal W/o. Asraf Hosen @ Asraph Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/03/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 03 নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Kumar Saha (old name) S/o. Late Shibu Pada Saha, R/o. Keota Kultala, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Shyamal Kumar Saha নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shyamal Saha (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Shyamal Saha & Shyamal Kumar Saha S/o. Late Shibu Pada Saha, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Shounak Saha.

গত 23/03/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 5857 নং এফিডেভিট বলে আমি Subhasis Sarkar S/o. Shyamapada Sarkar ও Subhasish Sarkar S/o. S. P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 31/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 3254 নং এফিডেভিট বলে আমি Riya Pramanik D/o. Late Shib Shankar Pramanik, R/o. Nichu Patty Surighat, Chandannagore, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shib Shankar Pramanik & Shibh Shankar Pramanik & Sib Shankar Pramanik & Shibhshankar Pramanik S/o. Late Keshtha Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। যে নামগুলি আমার পিতার মৃত্যুর মেডিকেল সার্টিফিকেটে ও আমার ও আমার পিতার অন্যান্য ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 22/01/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 1433 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Mohammad Ali S/o. Late Sk Rahamat Ali, R/o. Pontba, Bhitasin, Pandua, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk Mohammad Ali & Mohammad Ali ও আমার পিতা Sk Rahamat Ali, Sekh Rhamat Ali, Rahamat Ali Sekh & Rahamat একই ব্যক্তি। যে নামগুলি 2002 সালের ভোটার লিস্টে (189 Pandua Assembly, Part No. 85, Sl. No. 103, Hooghly) এবং আমার ও আমার পিতার অন্যান্য ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

আমি, Sk Bapan S/o. Subhash Bhukta গত ইংরাজীর 08/11/2012 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Bisojit Bhukta হইতে Sk Bapan নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 30/03/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 8353 নং এফিডেভিট বলে Sk Bapan ও Bisojit Bhukta S/o. Subhash Bhukta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Abu Taher Molla পিতা- Late Suraman Molla, গ্রাম- হুমাইপুর নতুনপাড়া, পোঃ- নওপাড়া শিমুলিয়া, থানা- হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, গত ২৪/০৩/২০২৬ বহরমপুর 1st Class Magistrate এফিডেভিট বলে আমি Abu Taher Molla এবং Taher Molla এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি নামে পরিচিত হইলাম।

সংশোধনী

গত ৩১.০৩.২০২৬-এ প্রকাশিত শ্রী আনিসুর রহমান-এর মেসার্স পিজি হাই টেক রাইস মিল-এর অংশীদার হিসেবে পদত্যাগ সংক্রান্ত সাধারণ নোটিশের অন্তিমে উক্ত ব্যক্তির নাম মুদ্রণ প্রমাদজনিত কারণে শ্রী আসিফুর রহমান প্রকাশিত হয়েছে। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উক্ত ব্যক্তির সঠিক নাম "শ্রী আনিসুর রহমান" পড়তে হবে। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য দুঃখিত।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল শ্রীমতী ময়না মন্ডল, স্বামী- শ্রীদাম মন্ডল, সাং- বারবাকড়া, থানা- ছাতনা, জেলা- বাঁকুড়া। গত ইংরাজী ২৩/০২/২০২৬ সালের ডি.এস.আর বাঁকুড়া অফিসের ১০৪২ নং দলিল মূলে জেলা- বাঁকুড়া, থানা - ছাতনা, মৌজা- বারবাকড়া, জে.এল নং- ১১০ এল.আর মাপে ৬৮৯ নং খতিয়ান হাল দাগ ৯৩৩ নং বাইদ শ্রেণীভুক্ত দাগে ০০.৬৯ শতক বাস্তুযোগ্য পতিত ফাঁকা জমি শ্রীমত্যা বানী চৌধুরী, স্বামী- 'পঙ্কজকান্তি চৌধুরী মহাশয়ের নিকট ক্রয় করিয়া মিউটেশনের জন্য আবেদন করেন। উক্ত জমি বানী চৌধুরী মহাশয়া বিগত ইংরাজী ১/৯/২০২৫ তারিখে উক্ত ডি.এস.আর. বাঁকুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৩০৯ নং পাওয়ার দলিল দ্বারা আমমোক্তার অতনু দাসগুপ্ত মহাশয়কে বিক্রয় ক্ষমতা অর্জন করেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ছাতনা বি.এল & এল.আর.ও. অফিসে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আপত্তি সহ যোগাযোগ করিবেন। তা না হইলে আইন মোতবেক কার্য হইবে।
Submitted By-Madhusudan Chatterjee
EWB 200181,Advocate Judge Court, Bankura

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ইহা ঘোষনা করা হইতেছে যে, ১। স্মৃতি ঘোষ, স্বামী- মৃত গোপাল চন্দ্র ঘোষ, ২। তিস্তা ঘোষ, পিতা- মৃত গোপাল চন্দ্র ঘোষ, ৩। তৃণা ঘোষ, পিতা- মৃত গোপাল চন্দ্র ঘোষ দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী ভাস্কর হীরা, পিতা-মৃত রবি হীরা, জাতি-হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, সাং- এন এস রোড, পোষ্ট- এম জি কলোনি, থানা-ভদ্রেশ্বর জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৯, পক্ষে ২০২৩ সালের ১০ই মে, অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস হুগলী হইতে আমমোক্তার দলিলটি দলিল নং I-৪০৫৪/ ২০২৩, SL- ৩৭৩১/ ২০২৩ রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। পরবর্তীতে উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি ইং ২৪/ ০১/ ২০২৪ তারিখে অতিরিক্ত জেলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিস চন্দননগর হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে বিক্রি হয়।
নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তিটি বর্তমান ক্রেতা তাহার নামে রেকর্ড করার জন্য সিঙ্গুর খলিসানি বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে একটি মিউটেশন কেস ফাইল করার জন্য অবগত করা হচ্ছে। ইহাতে কারও কোনও অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগামী এক মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে উপযুক্ত প্রমাণাদিসহ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য সম্পাদন হইবে।
তপশীল
দাগ নম্বর-১৩৭৩, খতিয়ান নং-৯৪, জমির পরিমাপ-০.৩১ একর বা ১৮ কাঠা ১২ ছটাক ০৩ বর্গফুট, মৌজা-আলতারা, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী।
শ্রীজিতা পাল
এ্যাডভোকেট
জেলা জজ কোর্ট, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সর্বসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

দুটি মূল দলিল-যার একটি হলো হস্তান্তর দলিল, তারিখ ৩০.০৬.১৯৭৫ যা নিবন্ধিত রয়েছে এস.আর. ব্যারাকপুর অফিসে এবং বুক নং-১, ভলিউম নং-৫১, পৃষ্ঠা ২২৩ থেকে ২২৬, **দলিল নং-৩২৮৩, সাল ১৯৭৫** হিসেবে নথিবদ্ধ যা তিনকড়ি ঘোষ ও অন্যান্য কর্তৃক সুভাষ চন্দ্র শী-এর অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছিল এবং অপর একটি হস্তান্তর দলিল, তারিখ ১৫.১২.১৯৮২ যা নিবন্ধিত এস.আর. ব্যারাকপুর অফিসে এবং বুক নং-১, ভলিউম নং-১৫৭, পৃষ্ঠা ২৭৫ থেকে ২৮০, **দলিল নং-৭১৯৭ সাল ১৯৮২** হিসেবে নথিবদ্ধ যা শ্রীমতি লীনা শী ও অন্যান্য কর্তৃক জয়া রানী বোস-এর অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে। এই দলিল দুটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থানার অন্তর্গত **মৌজা-তারাপুকুরিয়া, জে.এল নং-১২, রে. সা. নং-২৭, তৌজি নং-১৭৮, খতিয়ান নং-১৯৭ এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং-৯৫৮, প্লট নং-৮/ এ**-তে অবস্থিত এবং **প্রায় ১ কাঠা ৮ ছটাক ২৪ বর্গফুট** কম বা বেশি পরিমাপের জমি সংক্রান্ত। উল্লিখিত এই দুটি দলিল হারিয়ে গেছে বা স্থানচ্যুত হয়েছে। আমার মক্কেল **জয়া রানী বোস** কর্তৃক উল্লিখিত দলিল দুটি হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে গত ১৭.০৩.২০২৬ তারিখে **খড়দহ** থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি যার **জি.ডি.ই. নং. ১৩৮৭** দায়ের করা হয়েছে। উল্লিখিত দলিলগুলি কোনো ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধক রাখা নেই বা ছিল না। যদি কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত দলিল দুটি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহ করে সেগুলি ফেরত দিন অথবা আমাদের বিষয়টি জানান কিংবা এই দলিল সংক্রান্ত কোনো দাবি থাকলে, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে আমাদের নিকট সেই দাবি পেশ করতে পারেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি পেশ করতে ব্যর্থ হলে, পরবর্তীতে কোনো দাবিই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
Rahul Kumar
Advocate
Barrackpore Court
Mobile: 9831906292

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৩০৫২**

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১ এপ্রিল ২০২৬, ১৬ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার

বাংলার পরিবর্তনের ডাকেই ফিরছে ‘নিজের লোক’, দাবি শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য রাজনীতির মঞ্চে এক অন্য সুর তুললেন শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্যে ভেসে উঠল রাজ্যে পরিবর্তনের এক বিস্তৃত চিত্র, দেশ-বিদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের ফিরে আসার বার্তা।

মঙ্গলবার বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক বলেন, ‘সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বার্তাটাই পাঠিয়ে দিতে চাই, বাইরের রাজ্য থেকে গোটা ট্রেন ভাড়া করে মানুষ আসছে, চিন্তা করবেন না। বাংলার যত পরিযায়ী শ্রমিক আজকে বাংলা ছাড়া, তাদের যাতে আর বাংলা ছেড়ে কর্মসংস্থান খুঁজতে বাইরে না যেতে হয়, সেই পরিবর্তনের জন্যই তারা আসছে।’ তাঁর দাবি, ‘দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিশেষ ট্রেনে করে কর্মী-সমর্থকরা আসছেন। সুরাত, আমদাবাদ, দিল্লি, ভোপাল, মুম্বই, নয়ডা, গুরগাঁও, অমৃতসর, সব জায়গা থেকে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক আসছে, যারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মায়ার বন্ধন ছেড়ে নিজের পেট চালাতে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন, তারা মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের

শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তারা হাসতে হাসতে আসবে, আর হই হই করে ভোট দিয়ে চলে যাবেন। আমরা সাংবাদিকদের তাদের আসার ট্রেনের নাম সূচি সব দিয়ে দেব, হাওড়া- শিয়ালদহর ট্রেনের সূচি জানিয়ে দেব।’

এছাড়াও শমীক শুধু দেশ নয়, প্রবাসী বাঙালিদের দিকেও ইঙ্গিত করে তাঁর মন্তব্য, ইউরোপ, কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সারা বিশ্বের বাঙালিরাও আসছে। এই আগমনকে তিনি ভবিষ্যতের পরিবর্তনের সরকারের সঙ্গে জুড়ে দেখেন। নতুন সরকার তৈরির জন্যই তারা আসছে, স্পষ্ট বার্তা তাঁর। উন্নয়নের প্রসঙ্গ টেনে শমীকের সংযোজন, এতদিন ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ শুনেছেন, এবার ‘মেক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’। এই প্রবাসী বাঙালি বিনিয়োগকারীরা যেদিন এই রাজ্যে আসবেন, তারা কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করবেন বলেও শমীক জানান।

সবশেষে সাংবাদিক সম্মেলন নিয়েও খোঁচা দিতে ভোলেননি তিনি, এই মেক ইন বেঙ্গল নিয়ে প্রবাসী বিনিয়োগকারী বাঙালিরা সংবাদ সম্মেলন করবেন তা প্রেস ক্লাবে হবে, বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে নয়। মঙ্গলবার শমীকের বক্তব্যে রাজ্য রাজনীতির অন্দরে এই বক্তব্যে জল্পনা তুঙ্গে।

মমতার বিরুদ্ধে কমিশনে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় নির্বাচনী আবহ ক্রমেই ঘনাচ্ছে। সেই আবহেই মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে হাজির হয়ে সরাসরি আক্রমণ শানাল বিজেপির প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ও শমীক ভট্টাচার্য। নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

সিইওর দপ্তর থেকে বেরিয়ে শুভেন্দুর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই নির্বাচনী আচরণবিধি ভাঙছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মহিলাদের উসকে দেওয়ার মতো মন্তব্য করছেন, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাঁর আরও দাবি, ‘৪ মের পর বিজেপি কর্মীদের গলায় পোস্টার ঝুলিয়ে বলতে হবে ‘আমরা বিজেপি করি না’, এই ধরনের কথা বলা হয়েছে।’ রাজ্যবাসীর কাছে প্রশ্ন ছুড়ে দেন বিরোধী দলনেতা, একজন মুখ্যমন্ত্রী কী ভাবে এমন ইঙ্গিত দিতে পারেন? তিনি প্রার্থী হলেও সাংবিধানিক দায়িত্ব এড়াতে পারেন

না। ভোট-পরবর্তী হিংসার বার্তা কি এভাবেই দেওয়া হয়? এই অভিযোগ লিখিত আকারে কমিশনের কাছে জমা পড়েছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে, এর আগেই দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরেও একই সুরে অভিযোগ জানিয়েছিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতাদের স্বাক্ষরিত চিঠিতে দাবি করা হয়, তৃণমূলের সভা থেকে পরিকল্পিতভাবে ভয় ও উস্কানিমূলক পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।

পালটা শিবির অবশ্য বিষয়টিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই দেখছে। তবে নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই এই অভিযোগ-পালটা অভিযোগ যে আরও তীব্র হবে, তা স্পষ্ট।

নবান্নে আজ ডিএ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের বকেয়া পরিশোধ নিয়ে নড়েচড়ে বসল অর্থ দপ্তর। গ্রান্ট-ইন-এইড প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মী ও পেনশনভোগীদের দীর্ঘদিনের বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) ও ডিয়ারনেস রিলিফ (ডিআর) মেটানো নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য বুধবার অর্থবছরের প্রথম দিনেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে নবান্নে।

অর্থ দপ্তরের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০০৮ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ ও ডিআর সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরের কাছে চাওয়া হয়েছিল। সেই তথ্য সংগ্রহের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। বিকেল ৪টেয় অর্থ দপ্তরের কনফারেন্স হলে ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য উচ্চশিক্ষা, স্কুল শিক্ষা, গণশিক্ষা সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা, পুর ও নগরোন্নয়ন, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, পরিবহণ এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি দপ্তরকে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও প্রতিষ্ঠা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং আর্থিক উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত আধিকারিকদেরও সঙ্গে আনার নির্দেশ রয়েছে।অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত দাবি নিয়ে চাপ বাড়ছিল। সেই প্রেক্ষিতেই তথ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

৫ বছরে কমল সম্পত্তি, আয়করেই নজর কাড়লেন শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নন্দীগ্রামের মাটিতে ফের ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতি। আর সেই লড়াইয়ের শুরুতেই আলোচনার কেন্দ্রে বিরোধী দলনেতার হলফনামা। সংখ্যার অঙ্ক বলছে এক অদ্ভুত গল্প, রাজনীতির শীর্ষে থেকেও গত পাঁচ বছরে ব্যক্তিগত সম্পদের গ্রাফ উলটো পথে।

২০২১ সালে যেখানে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি, সেখানে এবারের

হিসেব নেমে এসেছে প্রায় ৮৬ লক্ষে। অর্থাৎ, সময়ের সঙ্গে সম্পদ বাড়ার বদলে কমেছে কয়েক লক্ষ টাকা। তবে আয়কর প্রদানের অঙ্ক কিন্তু উলটো ছবি আঁকে, সাম্প্রতিক অর্থবর্ষে তিনি ১৭ লক্ষ টাকার বেশি কর দিয়েছেন, যা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

হলফনামা আরও জানাচ্ছে, হাতে নগদ অর্থ প্রায় নেই বললেই চলে। ব্যক্তিগত গাড়ি বা সোনার গয়নাও নেই তাঁর নামে। সঞ্চয়ের বড় অংশ ব্যাংক, ডাকঘর ও বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা। অন্যদিকে, পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় জমি ও একাধিক ফ্ল্যাট মিলিয়ে স্থাবর সম্পত্তিই তাঁর সম্পদের মূল ভিত্তি। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চায় অন্য প্রসঙ্গ, দীর্ঘ মামলার তালিকা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দায়ের হওয়া একাধিক গুরুতর অভিযোগ এখনও বিচারাধীন। দু'টি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে নামার পাশাপাশি এই হলফনামাই এখন রাজনীতির নতুন বিতর্কের কেন্দ্রে।

বৃষ্টি বিদায় নিলেই বাড়বে তাপ, বদলে যাচ্ছে আবহাওয়ার ছন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চৈত্রের শেষ লগ্নে আকাশে যেন দু'মুখো খেলা। একদিকে মেঘের গর্জন, অন্যদিকে গরমের আগমনী বার্তা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, আর মাত্র কয়েকদিন, তারপরই বৃষ্টি কমে শুষ্কতার দখল নেবে বঙ্গ।

আপাতত দক্ষিণবঙ্গের আকাশে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বজায় থাকলেও তার মেয়াদ সীমিত। আজ এবং আগামিকাল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে একাধিক জেলায়। আবহাওয়াবিদদের কথায়, বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে, তার সঙ্গেই সক্রিয় অক্ষরেখা, এই দুইয়ের জেরে ঝড়-বৃষ্টি। তবে এই পরিস্থিতি স্থায়ী নয়।

আগামী এক-দু'দিনের মধ্যেই বদল আসবে। ধীরে ধীরে মেঘ সরে গিয়ে রোদ চড়বে, বাড়বে তাপমাত্রা। বৃষ্টি থামলেই পারদের ঊর্ধ্বগতি স্পষ্ট হবে, বলছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। উত্তরবঙ্গে অবশ্য ছবিটা কিছুটা ভিন্ন। সেখানে এখনও বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা জারি, বিশেষত পাহাড় ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে। তবে সেখানেও ধীরে ধীরে বৃষ্টির দাপট কমার ইঙ্গিত মিলছে। সব মিলিয়ে, কয়েক দিনের মধ্যেই ভিজে আবহাওয়া পিছু হটবে। আর তার পরেই শুরু হবে চৈত্রের প্রকৃত চেহারা:শুষ্ক, গরম আর কিছুটা অস্বস্তিকর দিনযাপন।

বিমানের বিকৃত ছবির বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম পুলিশের দ্বারস্থ বাম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবিই যেন নতুন বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছে। প্রবীণ বাম নেতা বিমান বসুকে ঘিরে ‘মরফড’ ছবি ছড়িয়ে পড়তেই তৎপর হল সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। মঙ্গলবার তারা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিল কলকাতা পুলিশের কাছে।

দলীয় সূত্রে দাবি, ছবিতে এমনভাবে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যাতে একজন সংযত ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বিদ্বেষের নিশানায় দাঁড় করানো যায়। অভিযোগপত্রে সরাসরি বলা হয়েছে, এই নোংরা, বিকৃত ও অসংস্কৃত কাজের লক্ষ্য সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং নির্বাচনের আগে উত্তেজনা উসকে দেওয়া। চিঠিতে স্বাক্ষরকারী সমীক লাহিড়ি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, এটি গুরুতর সাইবার অপরাধ। দ্রুত তদন্ত করে দোষীকে গ্রেপ্তার করা জরুরি। বাম শিবিরের আশঙ্কা, ভোটের প্রাক্কালে এই ধরনের ‘ডিজিটাল প্ররোচনা’ পরিস্থিতিকে অস্থির করে তুলতে পারে। পুলিশের পদক্ষেপই এখন নজরে।

ভোটের আগে কলকাতা পুলিশের নোডাল টিম, দায়িত্বে শীর্ষ অফিসাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের দিন যত এগোচ্ছে, ততই প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন মোড়। লালবাজার সূত্রে জানা গেল, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কলকাতা পুলিশ বিশেষ দায়িত্ব বণ্টনের পথে হাঁটল। শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা দেখভালের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে তিন শীর্ষ আইপিএস আধিকারিককে।

এই তালিকায় রয়েছেন নীলাঞ্জন বিশ্বাস, অজয় প্রসাদ এবং বিদিত রাজ ভুন্ডেশ। প্রত্যেকের কাঁধে আলাদা আলাদা দায়িত্ব, কোথাও ডিইও সমন্বয়, কোথাও আবার মডেল কোড অব কন্ডাক্ট নজরদারি। প্রশাসনের এক কর্তা জানালেন, ভোটের সময় কোনও শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না, প্রতিটি স্তরে নজরদারি কড়া করা হচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ অংশে সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকছেন শীর্ষ আধিকারিকরা। লালবাজারের বক্তব্য, নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করা হয়েছে। শহরের অলিগলি থেকে ভোটকেন্দ্র, সব জায়গাতেই এখন নজর থাকবে এই বিশেষ টিমের। ভোটের আগে বার্তা স্পষ্ট, প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখতে রাজি নয় পুলিশ প্রশাসন।

৮ এপ্রিল মমতার মনোনয়ন, ভবানীপুরে শুরু হতে চলেছে মুখোমুখি লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুরের লড়াই যেন ধীরে ধীরে এক নাট্যমঞ্চের আকার নিচ্ছে। সেই মঞ্চেই ৮ এপ্রিল নিজের প্রার্থিতা পেশ করতে পারেন মমতা ব্যানার্জি। দলীয় সূত্রে খবর, কালীঘাটের বাসভবন থেকে মিছিল করে তিনি পৌঁছবেন সার্ভে বিল্ডিংয়ে।

এই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। শাসকদলের এক নেতা জানালেন, মনোনয়নের দিনটা শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, শক্তি প্রদর্শনের বার্তাও থাকবে। মিছিলে রাজ্যের একাধিক শীর্ষ নেতার উপস্থিতি সম্ভাব্য বলেই জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমে পড়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামের পর এবার ভবানীপুরেও দুই নেতার সরাসরি সংঘর্ষ ঘিরে আগ্রহ বাড়ছে।

নিজের ঘরেই ধাক্কা, তালিকা থেকে উধাও চার ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের অঙ্ক কষতে কষতেই আচমকা ধাক্কা খেল শাসক শিবির। রেহানা খাতুন নিজেই জানালেন, তাঁর পরিবারের চারজনের নাম হঠাৎ করেই উধাও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে।

ওয়ার্ডে ঘুরে ক্ষুব্ধ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তআমার ছেলে, দুই মেয়ে আর বৌমার নাম বাদ পড়েছে। সব নথি দিয়েছি, দু'বার শুনানিতেও ডাকা হয়েছিল। তবু শেষ তালিকায় নাম নেই।দ তাঁর গলায় বিস্ময়, সঙ্গে ক্ষোভও স্পষ্ট। পরিসংখ্যান আরও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। একসময় প্রায় ২৫ হাজার ভোটার থাকা এই ওয়ার্ডে এখন নাম নেমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে। গত লোকসভায় যেখানে বিপুল লিড মিলেছিল, সেই জমিই এখন অনিশ্চয়তার ছায়ায়।

তবে লড়াই ছাড়তে নারাজ কাউন্সিলর। তাঁর সাফ কথা, ‘আমরা লড়ব, লড়াই ছাড়ব না। যদি ১০টা ভোটও থাকে, আমরা তৃণমূলকে দেব।’ সংখ্যার খেলা যেখানে রাজনীতির মেরুদণ্ড, সেখানে নিজের ঘরের ভোটই হারিয়ে যাওয়া, এই ঘটনাই এখন বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে ভোটের আগে।

জোড়া তালিকায় জোর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে নাম যাচাইয়ের প্রক্রিয়া। সেই তাড়াহুড়োর মাঝেই একদিনে প্রকাশ পেল দুই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা চতুর্থ ও পঞ্চম। নির্বাচন কমিশনের এই নজিরবিহীন পদক্ষেপে প্রশাসনিক গতির ইঙ্গিত মিললেও প্রশ্নের অবকাশ রয়ে গেল যথেষ্টই।কমিশন সূত্রের দাবি, তএই দফায় প্রায় তিন লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে বাদ পড়া ভোটারের নির্দিষ্ট সংখ্যা এখনও অজানা। এরই মধ্যে জানা যাচ্ছে, আগের চার দফায় মোটামুটি ৩৪ থেকে ৪৬ শতাংশ নাম বাদ গিয়েছে, যা স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়ার শুরুতেই প্রায় ৬০ লক্ষ নাম ঝুলে ছিল অনিশ্চয়তায়। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৩ লক্ষের নিষ্পত্তি হয়েছে বলে খবর।

শুভেন্দুর মনোনয়নে উপস্থিত থাকতে পারেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভবানীপুরে লড়াইয়ের মঞ্চ ক্রমশ বড় হচ্ছে। সেই মঞ্চেই বিরোধী শিবির এক ‘বড় বার্তা’ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমনই ইঙ্গিত মিলছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির সম্ভাব্য প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন ঘিরে উপস্থিত থাকতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দলীয় সূত্রের দাবি, দিল্লি থেকে ইতিবাচক সঙ্কেত এসেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, হাজরা মোড়ে প্রথমে জনসভা, তারপর সংক্ষিপ্ত রোড শো, এভাবেই এগোতে পারে কর্মসূচি। শেষ পর্বে হেঁটে পৌঁছনো হতে পারে মনোনয়ন জমার স্থানে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই উপস্থিতি কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়। এর মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট বার্তা, ‘ভবানীপুরে লড়াইকে আমরা প্রতীকী পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই।’ রাজ্য বিজেপি সূত্রে দাবি, ‘এটা শুধু একটি আসনের লড়াই নয়, এর মাধ্যমে গোটা বাংলায় শক্তি প্রদর্শন করতে চাইছে দল।’

এর আগেও নরেন্দ্র মোদীর সম্মতি নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্ব এই কৌশল নির্ধারণ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। একইসঙ্গে, দলের একাংশের বক্তব্য, প্রশাসনিক পদক্ষেপের বদলে সরাসরি রাজনৈতিক ময়দানে লড়াই করাটাই এখন বেশি কার্যকর।

প্রথম দফার তালিকা চূড়ান্ত, আর উঠবে না নাম, জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে শেষ মুহূর্তের দৌড়ঝাঁপে হঠাৎ থেমে গেল এক বড় প্রক্রিয়া। প্রথম দফার ভোট যেখানে, সেখানে আর কোনও সংশোধন নয়, এই বার্তাই স্পষ্ট করে দিল নির্বাচন কর্তৃপক্ষ।

ঝুলে থাকা লক্ষ লক্ষ আবেদন থেকে বহু নামের ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছে ইতিমধ্যেই। কিন্তু সেই হিসেবের ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে অস্বস্তির অঙ্ক। প্রায় অর্ধেক আবেদন খারিজ, অর্থাৎ অযোগ্য নয়দ বলে চিহ্নিত, এমনটাই কমিশন সূত্রের দাবি। ফলত, শেষ পর্যন্ত তালিকা থেকে মুছে গিয়েছে

বিপুল সংখ্যক নাম। এক আধিকারিকের সাফ কথা, নির্বাচনের ঘোষণা হয়ে গেলে প্রক্রিয়া আর থামে না। নিয়মই শেষ কথা।

তবে মাঠে নামলে অন্য সুর, যদি ভুল করে নাম বাদ যায়, তার দায় কে নেবে? প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। ২৩ এপ্রিল ভোট। তার আগে মনোনয়ন জমা শুরু হয়ে যাওয়ায় প্রথম দফার জন্য দরজা কার্যত বন্ধ। দ্বিতীয় দফার দিকে নজর এখন প্রশাসনের। এই পুরো প্রক্রিয়া এখন শীর্ষ আদালতের নজরেও। ফলে আইনি দিক থেকে লড়াই এখনও শেষ হয়নি। সংখ্যার খাতায় হিসেব মিললেও, গণতন্ত্রের খাতায় কি মিলছে? ভোটের আগে বাংলার বাতাসে এখন এই একটাই অনিশ্চয়তা ভাসছে।

দুয়ারে দুয়ারে প্রচার, চাপে ‘নিষ্ক্রিয়’ কাউন্সিলাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে শহর যেন নতুন করে চেনা, দুয়ারে কড়া নাড়ার রাজনীতি ফের জোরে। কলকাতার প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলারদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছে শাসকদল। লক্ষ্য স্পষ্ট, উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে সমর্থন পোক্ত করা।

এক কাউন্সিলারের কথায়, ‘মানুষ আমাদের কাছেই আগে আসে। তাই ভোটের সময় আমাদেরই সামনে থাকতে হয়।’ জল, রাস্তা, আলো থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সব পরিষেবার হিসেব পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে ভোটারদের কাছে। তবে এই নির্দেশেই বিপাকে একাংশ। উত্তর কলকাতার এক কাউন্সিলারের স্বীকারোক্তি, যাঁরা সারা বছর এলাকায় থাকেন, তাঁদের অসুবিধা নেই। কিন্তু যাঁরা ততটা সক্রিয় নন, তাঁদের পক্ষে এটা কঠিন। অন্দরমহলের আর এক মন্তব্য আরও তীক্ষ্ণ, অনেক ক্ষেত্রে কাউন্সিলারের বদলে অন্য কেউ ওয়ার্ড সামলান। এখন তাঁদেরই আসল পরীক্ষা।

একসময় প্রার্থীর হয়ে হাতজোড় করেদ ভোট চাইতে হয়েছিল, সেই স্মৃতি টেনে এক প্রবীণ নেতা বললেন, ‘মানুষ শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপর ভরসা করেছিল।’ এবারও সেই ভরসার পরীক্ষা, দুয়ারে দুয়ারে।

ভোট চললেও থামছে না চাকরির চাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের ডামাডোলে যখন প্রশাসন ব্যস্ত, তখনই অন্য এক স্রোত নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ। সংশয় ছিল, নির্বাচন আচরণবিধির চাপে থমকে যাবে কি না পুরো প্রক্রিয়া। সেই জল্পনাতেই জল ঢেলে স্পষ্ট বার্তা দিলেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল, ভোটের কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া থামবে না।

এপ্রিলের নির্ধারিত সূচি মেনেই ৬ থেকে ১০ তারিখের ইন্টারভিউ হবে। তাঁর কথায়, ইন্টারভিউ মানে পরীক্ষা, এখানে তো সরাসরি নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছে না। ফলে প্রশাসনিক বিধিনিষেধের কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই দাবি।

সম্পাদকীয়

বিশ্ব বাজারে বড়সড় অর্থনৈতিক ধসের ইঙ্গিত দিচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ

তেলের খনি দখলের লড়াই ঘিরে ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী এখন পৃথিবী। পশ্চিম এশিয়ার বহুমূল্য জ্বালানি তেলের ভাণ্ডার দখলের লক্ষ্যে অশান্ত, রক্তাক্ত মধ্যপ্রাচ্যের জনজীবন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফের হুমকি দিয়েছেন, তেহরান যদি অবিলম্বে হরমুজ প্রণালী খুলে না দেয়, তবে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্র, তৈলকূপ এবং খার্গ দ্বীপ-সহ সমস্ত অসামরিক জ্বালানি পরিকাঠামোয় সশস্ত্র হামলা চালানো হবে। ইতিমধ্যেই একাধিক দেশের তেলের খনি আক্রান্ত। এর জেরে বড়সড় অর্থনৈতিক ধসের মুখে দাঁড়িয়েছে দুনিয়া।সংঘাতের জেরে বিশ্ব শেয়ার বাজার এবং জ্বালানি তেলের বাজারে চরম অস্থিরতা। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম প্রায় ৩ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ১১৫.৯৩ ডলারে পৌঁছে গিয়েছে, যা গত ফেব্রুয়ারি মাসের তুলনায় ৬২ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।একই অবস্থা এলপিজি, সিএনজির ক্ষেত্রেও। সব মিলিয়ে একটি ব্যাপক আঞ্চলিক যুদ্ধের আশঙ্কায় এশীয় বাজার-সহ বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধস নামার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। এখনই এই অবস্থা, এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে কী হবে, কেউ জানে না। তবে যুদ্ধ এখনই থামবে, এমন কোনও ইঙ্গিতও মিলছে না। উল্টে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সর্বশেষ যা সব খবর আসছে তাতে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধেই সিলমোহর পড়ছে। উত্তর ইজরায়েলের হাইফা শহরের বাজান তেল শোধনাগারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অগ্নিকাণ্ডের খবর মিলেছে। লেবানন সেনা জানিয়েছে যে, একটি সামরিক চেকপোস্টে ইজরায়েলি হামলায় তাদের একজন সেনা নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। কুয়েত জানিয়েছে, তাদের একটি বিদ্যুৎ ও জল শোধন কেন্দ্রে ইরানি হামলায় একজন ভারতীয় শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন। যদিও কুয়েতের হামলার দায় পালটা ইজরায়েলের ঘাড়ে চাপিয়েছে ইরান। ইরানের একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানায় মার্কিন ও ইজরায়েলের যৌথ হামলা হয়েছে। রাজধানী তেহরানের কিছু অংশ বিদ্যুৎহীন হয়ে রয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত ২ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল ও স্কুলের মতো কয়েক হাজার অসামরিক ক্ষেত্রকে টার্গেট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে পৃথিবী এক বড়সড় যুদ্ধের মুখে দাড়িয়ে তা না বললেও চলে।

শব্দছক ১১৭

রবি দাস

■	১			২	■	৩	৪
৫		■	■	৬	৭	■	
	■	৮	৯	■	১০	১১	
১২	১৩			■	১৪		■
■	১৫		■	১৯			১৭
১৮			■	১৯		■	১৭
	■	২০	২১	■	■	২২	
২৩		■	২৪				■

পাশাপাশি: ১. হুঁশিয়ার ৩. মেঘ ৫. দুই পাশের অন্তরাস্থিত ৬. কর্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় ৮. অত্যন্ত ১০. মেট্রিক পদ্ধতিতে দূরত্ব মাপের একক ১২. বনাগ্নি ১৪. ললাটের পার্শ্বস্থিত নাড়ি ১৫. সমস্ত ১৬. মৃত্যুর দেবতা ১৮. দল বা গোষ্ঠীর অগ্রভাগে অবস্থানকারী ১৯. বিনাশ বা ধ্বংস ২০. নাকে পরার অলঙ্কার ২২. সজ্জন ২৩. হাতি ২৪. যুদ্ধের বাজনা

ওপর-নিচ: ১. ক্ষমতা ২. মাখন ৪. অলি ৫. আটা গোত্রীয় খাদ্যবস্তু ৭. অন্ধকারাচ্ছন্ন ৮. অসাবধান ৯. এক প্রকার তৈলবীজ ১১. জিহ্বার উর্ধ্বদেশ ১৩. দিবস ১৬. যক ১৭. বিশ্ব ১৮. আনন্দ ২১. পশ্চিমে ভারত লাগোয়া মরুভূমি ২২. সবেমাত্র

সমাধান ১১৬ — পাশাপাশি: ১. পাল ২. সুবোধ ৬. সক্ষম ৮. পয়া ৯. মলয় ১০. বিরাম ১১. জাত ১৩. খনি ১৪. ধুমাধার ১৬. মঞ্জিমা ১৮. ভয় ১৯. সাহস ২১. আবীর ২১. রিক্ত

ওপর-নিচ : ১. পাসরা ২. লক্ষ ৪. বোষ্টমী ৫. কায়া ৭. মদিরা ৮. পয়জার ১০. বিনিময় ১১. মধুমাধবী ১৫. ধামসা ১৭. আসক্ত ১৮. ভক্তি ২০. হরি

আজকের দিন

- **১৯৩৫** — ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৯৩৬** — ওড়িশা একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়।
- **১৯৭৯** — ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।
- **২০০৪** — গুগল আনুষ্ঠানিকভাবে জিমেইল চালু করে।

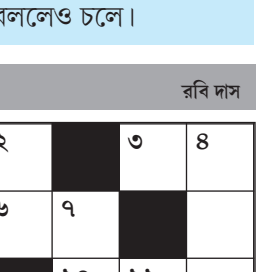

জন্মদিন

- **১৮৮৯** *আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা নেতা কেবি হেডগেওয়ারের জন্মদিন।*
- **১৯৩৭** *প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারির জন্মদিন।*
- **১৯৪১** *বিশিষ্ট ক্রিকেটে খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকারের জন্মদিন।*

অজিত ওয়াদেকার

বিপ্লব কুমার দেব: এক মহা বিপ্লবের নাম

সুবল সরদার

বিপ্লব কুমার দেব এক মহা বিপ্লব, এক বিরাট পরিবর্তনের নাম। তিনি শুধু নামে বিপ্লব নয়, কাজেও বিপ্লব। ত্রিপুরায় সিপিএম র জগদ্দল পাষাণ হটিয়ে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার তৈরি হয় । আর .এস. এস ঘনিষ্ঠ এই নেতার হাত ধরে সেরাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হয় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। সিপিএম মতো দেশবিরোধী, নিষ্ঠুর, অত্যাচারি, দালাল দল পারেনা এমন কোন হীন কাজ নেই। তারা সমস্ত সীমা রেখা অতিক্রম করে দেশকে বিপদে ফেলতে পারে। তারা নেতাজীকে তেজোর কুকুর বলতে পারে। তারা ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান তৈরি করতে পারে । সিপিএম নেতা যোগেন মন্ডল দ্বি-জাতি তত্ত্বের জনক মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানের প্রথম আইন মন্ত্রী হয়েছিলেন । প্রায় এক কোটি হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক হয়েছিল তাঁর কথা শুনে। ছয়মাস হয়নি প্রাণ নিয়ে তিনি পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। তাঁর এই অদূরদর্শীতার কারণে সেখানকার হিন্দুরা আজ, অবহেলিত, ধর্মীয় অত্যাচারে জর্জরিত। তাই সিপিএম মানে ভয়, অশনি সংকেত, প্রতিপদে বিপদ, মৃত্যুর পদধ্বনি। ত্রিপুরা থেকে এমন সিপিএম হটানোর প্রধান কান্ডারী ছিলেন এই বিপ্লব কুমার দেব। তিনি এখন আমাদের রাজ্যের ২৬ র মুখ্য নির্বাচনী অবজার্ভার। ত্রিপুরার পট পরিবর্তন হয় তাঁর হাত ধরে । এ বঙ্গেও তাঁর হাত ধরেই তৃণমূল সরকার নির্মূল হবে, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসবে জন সমীক্ষা সেই কথা বলছে। তৃণমূল সরকার অনেক দিন আগে থেকেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পথে, ঘাটে,ট্রেনে ,বাসে, হাটে, বাজারে, সর্বত্র শুনি বিজেপি সরকার চাই, উন্নয়ন চাই, চাকুরী, শিক্ষা চাই,সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা চাই। বেকারদের স্বপ্ন পূরণের সরকার হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। এমন স্বপ্নে জনগণ বিভোর হয়ে আছে। অন্যদিকে আম জনতা তৃণমূলকে ঘৃণা করতে ভালোবাসে। জনগণের এই আবেগ বুঝতে বিপ্লব বাবু ভুল করেনি। তাই এইবার প্রার্থী বাছাই করেছেন খুবই দক্ষতার সঙ্গে । তাই প্রতিটি কেন্দ্রে ২৯৪ সিটে প্রার্থী নিয়ে কোন ক্ষোভ নেই আগের বারের মতো । তিনি সর্বদা প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের সুবিধা অসুবিধা দেখছেন। দিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন, রাজ্যের নেতৃত্বের সঙ্গে সমণ্বয় করে চলেছেন। আবার তিনি মাঠে বিভিন্ন র‍্যালিতে অংশ গ্ হণ করছেন। হাটে, মাঠে ,ময়দানে জনগণের সঙ্গে বিভিন্ন জনসভায় আছেন। তাঁর একটাই লক্ষ্য তৃণমূল হটাও,বঙ্গ বাঁচাও। বঙ্গ বাঁচবে বিজেপি আসবে তাঁর সুচারু, দক্ষ দল পরিচালনার মাধ্যমে। তিনি রেকর্ড করবেন সিপিএম পট পরিবর্তনের পর তৃণমূলের পরাজয়ে । তিনি দুই অত্যাচারি সরকারের পরিবর্তনের প্রধান কাণ্ডারি। তিনি দুই রাজ্যের পরিবর্তনের প্রধান সাক্ষী হয়ে থাকবেন ইতিহাসের পাতায়। চাণক্য নীতির জয় হয়।

এই প্রতিবেদন শেষ করার আগে তাঁর জীবনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোক পাত করতে হচ্ছে।

বিপ্লব কুমার দেব (জন্ম ২৫ নভেম্বর ১৯৭১) হলেন ভারতীয় জনতা পার্টির একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ যিনি ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তিনি ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার দশম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বনমালিপুর

নির্বাচনী এলাকা থেকে ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য ছিলেন। তিনি ২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা ইউনিটের সভাপতিও ছিলেন। আগরতলার বনমালিপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ৯, ৫৪৯ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন, যা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিধায়ক গোপালচন্দ্র রায়ের হাতে ছিল । তিনি ত্রিপুরার নির্বাচনী প্রচারে নেতৃত্ব দেন এবং ত্রিপুরার সম্ভাব্য ৬০ টি আসনের মধ্যে তাঁর সহযোগী আদিবাসী পিপুলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা সাথে ৪৪ টি আসন জিতে ২৫ বছরের বাম ফ্রন্ট সরকারকে পরাজিত করেন। বিপ্লব কুমার দেব যুব কর্মসংস্থানের সুযোগের বিষয়ে প্রচার চালান, যা

তিনি ত্রিপুরার মখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলে উন্নতি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন । তিনি ত্রিপুরার কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি নির্বাচিত হলেই তিনি ৭ তম বেতন কমিশন বাস্তবায়ন করবেন। করেও ছিলেন।

তিনি ২০১৮ সালের ৯ মার্চ ত্রিপুরার ১০ তম মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন এবং ২০২২ সালের ১৪ শে মে পদ থেকে পদত্যাগ করেন ।একা মহা বিপ্লবের নাম বিপ্লব কুমার দেব। পরিবর্তনের মহানায়ক। বিপ্লব কুমার দেব সিপিএম র কাছে ত্রাস ,তৃণমূল সরকারের যম বলে তারা জানে । নিপীড়িত মানুষের মুক্তির ঠিকানার নাম বিপ্লব কুমার দেব।

বিপ্লবের ছায়ায় বংশের প্রত্যাবর্তন

সুদীপ ঘোষ

১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লব যখন তেহরানের রাস্তায় রাজতন্ত্রের পতাকা নামিয়ে দিয়েছিল, তখন অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন যে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। শাহের রাজবংশীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মূল প্রতিশ্রুতি ছিল;ক্ষমতা আর কোনো পরিবার বা রক্তের উত্তরাধিকারের হাতে বন্দি থাকবে না। কিন্তু ইতিহাসের এক অদ্ভুত বিদ্রুপ হলো, প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে সেই বিপ্লবের রাষ্ট্রই আবার এক ধরনের পারিবারিক ধারাবাহিকতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। রমজান মাসে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইয়ের মৃত্যু কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনার সমাপ্তি নয়; এটি এমন এক সন্ধিক্ষণ, যেখানে বিপ্লব, ধর্মীয় কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রক্ষমতার প্রকৃতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। সেই প্রশ্নের কেন্দ্রে এখন একটি নাম; মোজতবা খামেনেই।

মোজতবা খামেনেই দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ বলয়ের একটি রহস্যময় চরিত্র। তিনি কোনো বড় সরকারি পদে বসে রাজনীতি করেননি, জনসমক্ষে বক্তৃতা দিয়ে জনমত গড়ে তোলেননি, কিংবা নির্বাচনী রাজনীতির মঞ্চেও খুব বেশি দেখা যায়নি। তবু ক্ষমতার করিডরে তার উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। অনেক বিশ্লেষকের মতে, তিনি ছিলেন যেন সেই দরজার প্রহরী, যার ভেতর দিয়ে ইরানের প্রকৃত ক্ষমতার প্রবাহ চলাচল করে। সর্বোচ্চ নেতার দপ্তরের ভেতরে থেকে তিনি ধীরে ধীরে এমন এক প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করেছেন, যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইরানের নিরাপত্তা কাঠামো, বিশেষ করে ইসলামি বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী।তার জীবনের শুরুটাও ইরানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি ইরান,ইরাক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন;একটি যুদ্ধ, যা আজও ইরানের রাজনৈতিক স্মৃতিতে গভীরভাবে গেঁথে আছে। সেই যুদ্ধই অনেক তরুণ বিপ্লবীকে রাষ্ট্রক্ষমতার ভবিষ্যৎ ধারক হিসেবে তৈরি করেছিল। কিন্তু মোজতবার প্রকৃত উত্থান শুরু হয়েছিল নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে, যখন তার পিতা ইতিমধ্যেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে নিজের অবস্থান শক্ত করে ফেলেছেন। ধীরে ধীরে তাকে ঘিরে দুটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়। প্রথমত, তিনি নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাঠামোর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সংস্কারপন্থী রাজনীতি এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমঝোতার প্রবল বিরোধী হিসেবে পরিচিত হন।২০০৯ সালের বিতর্কিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর ইরানে যে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তার দমনপীড়নের পেছনেও তার নাম জড়িয়ে আছে বলে অনেক সমালোচক অভিযোগ করেছেন। একই সঙ্গে ধারণা করা হয়, রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার ব্যবস্থার ওপরও তার পরোক্ষ প্রভাব ছিল, যার ফলে জনমতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তার হাতের নাগালে ছিল। এই প্রভাব এতটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রশাসন তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অভিযোগ ছিল, কোনো আনুষ্ঠানিক সরকারি পদ না থাকলেও তিনি কার্যত সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

তবে ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো এমন যে, কেবল প্রভাব থাকলেই সর্বোচ্চ নেতা হওয়া যায় না। সংবিধান অনুযায়ী, এই পদে নির্বাচন করে আটাশি সদস্যের ধর্মীয় পরিষদ, যার নাম বিশেষজ্ঞ পরিষদ। কাগজে-কলমে এই পরিষদ সম্ভাব্য প্রার্থীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক যোগ্যতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। পরিষদের সদস্যরাই এমন একটি ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে নির্বাচিত হন, যার ওপর শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ নেতার প্রভাব থাকে। ফলে প্রক্রিয়াটি প্রায়শই এমন এক নাটকের মতো, যেখানে সংবিধান মঞ্চ তৈরি করে, আর প্রকৃত সুর বাজায় ক্ষমতার অদৃশ্য জোট।

> ইরানের রাজনৈতিক কাঠামো এমন যে, কেবল প্রভাব থাকলেই সর্বোচ্চ নেতা হওয়া যায় না। সংবিধান অনুযায়ী, এই পদে নির্বাচন করে আটাশি সদস্যের ধর্মীয় পরিষদ, যার নাম বিশেষজ্ঞ পরিষদ। কাগজে-কলমে এই পরিষদ সম্ভাব্য প্রার্থীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক যোগ্যতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। পরিষদের সদস্যরাই এমন একটি ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে নির্বাচিত হন, যার ওপর শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ নেতার প্রভাব থাকে। ফলে প্রক্রিয়াটি প্রায়শই এমন এক নাটকের মতো, যেখানে সংবিধান মঞ্চ তৈরি করে, আর প্রকৃত সুর বাজায় ক্ষমতার অদৃশ্য জোট।

এই প্রেক্ষাপটে মোজতবার সম্ভাব্য উত্থান ইরানের রাজনৈতিক আদর্শের একটি গভীর দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে আসে। বিপ্লবের অন্যতম স্লোগান ছিল রাজবংশীয় শাসনের অবসান। কিন্তু যদি পিতার পরে পুত্রই দেশের সর্বোচ্চ নেতা হন, তাহলে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা কি আবার এক ধরনের ধর্মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হবে না;এই প্রশ্ন এখন অনেক ইরানির মনে। যদিও বাস্তবতা হলো, তিনি কেবল পারিবারিক পরিচয়ের কারণে এই পদ পাবেন না; আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে নির্বাচিত করতেই হবে। তবু ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পারিবারিক সম্পর্ক, নিরাপত্তা কাঠামোর সমর্থন এবং গণমাধ্যমের ওপর প্রভাব মিলেই এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে, যেখানে একজন ব্যক্তিকে অন্যদের তুলনায় স্বাভাবিক উত্তরসূরি হিসেবে দেখা শুরু হয়।আলী খামেনেইয়ের মৃত্যুর পরিস্থিতিও এই গল্পে নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে। শিয়া ধর্মীয় ঐতিহ্যে রমজান মাসে নিহত হওয়ার ঘটনা গভীর প্রতীকী অর্থ বহন করে। প্রথম ইমাম আলী ইবনে আবি তালিবও রমজানে নিহত হয়েছিলেন, আর কারবালার প্রান্তরে হুসাইন ইবনে আলির শাহাদত শিয়া ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী স্মৃতিগুলোর একটি। এই ঐতিহ্যের কারণে সহিংস মৃত্যু প্রায়ই ত্যাগ, প্রতিরোধ এবং ধর্মীয় মর্যাদার বৃহত্তর কাহিনির অংশ হয়ে ওঠে। যদি ইরানের রাষ্ট্রক্ষমতা খামেনেইয়ের মৃত্যুকে সেই শহীদত্বের বয়ানে উপস্থাপন করে, তাহলে তার উত্তরসূরি হিসেবে মোজতবার অবস্থানও ধর্মীয় আবেগের একটি শক্তিশালী ভিত্তি পেতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো;তিনি কি তার পিতার থেকে ভিন্ন ধরনের নেতা হবেন? অনেক বিশ্লেষকের মতে, পরিবর্তন খুব বেশি হবে না। আলি খামেনেই ছিলেন বিপ্লবী প্রজন্মের প্রতিনিধি, যার রাজনৈতিক শক্তি তৈরি হয়েছিল দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা থেকে। তিনি ছিলেন এক ধরনের মধ্যস্থতাকারী, যিনি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিচারক হয়ে উঠেছিলেন। মোজতবা খামেনেইয়ের চরিত্রকে বরং ভিন্নভাবে দেখা হয়। তাকে অনেকেই নিরাপত্তা কাঠামোর তৈরি নেতা হিসেবে বর্ণনা করেন;যিনি জনসমক্ষে বক্তৃতার চেয়ে পর্দার আড়ালের সমন্বয়ে বেশি দক্ষ।

এই পার্থক্য ভবিষ্যতের ইরানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদি তিনি সত্যিই নিরাপত্তা কাঠামোর ওপর বেশি নির্ভর করেন, তাহলে ইরানের রাজনীতি আরও বেশি নিরাপত্তা-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে। অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ বা অসন্তোষের জবাব হতে পারে দ্রুত দমননীতি। একই সঙ্গে আঞ্চলিক রাজনীতিতেও বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর প্রভাব আরও বাড়তে পারে।

তবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তবতা সবসময় আদর্শের চেয়ে শক্তিশালী। যুদ্ধ বা অস্থিরতার সময় নতুন নেতা সাধারণত বড় নীতিগত পরিবর্তন করেন না। রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাই তখন প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তাই অনেকেই মনে করেন, মোজতবার নেতৃত্বে ইরান একদিকে কঠোর ভাষা ব্যবহার করবে, অন্যদিকে প্রয়োজনে বাস্তববাদী সমঝোতাও করতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আলোচনাও পুরোপুরি বন্ধ হবে না, কিন্তু তা হবে কৌশলগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে, আদর্শগত পরিবর্তনের কারণে নয়।এইভাবে ইরানের বর্তমান মুহূর্তটি যেন ইতিহাসের এক জটিল প্রতিফলন। যে বিপ্লব রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল, সেই বিপ্লবের রাষ্ট্র এখন আবার বংশগত ধারাবাহিকতার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষমতার কাঠামো বদলেছে, ভাষা বদলেছে, কিন্তু ক্ষমতার প্রকৃতি কি সত্যিই বদলেছে;এই প্রশ্নই এখন তেহরানের আকাশে ভাসছে। ইতিহাসের দীর্ঘ নদী কখনো কখনো এমন বৃত্ত তৈরি করে, যেখানে অতীতের ছায়া আবার ভবিষ্যতের ওপর পড়ে। ইরানের বর্তমান মুহূর্তটিও ঠিক তেমনই এক বৃত্তের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে।

চর্চাবাসর ১১৬

বাংলা শব্দ শৈশব একটি বিশেষ্য, যার অর্থ শৈশবকাল বা বাল্যকাল। এটি সংস্কৃত শব্দ শৈশব (śaiśava) থেকে উদ্ভূত। 'শৈশবা' শব্দটির মূল হলো শিশু (śiśu), যার অর্থ 'শিশু' 'নবজাতক' বা 'বাচ্চা'। মূলের সাথে বৃদ্ধি (বৃদ্ধি/ব্যুৎপন্ন) প্রয়োগ করে, 'i' ধ্বনিকে 'ai' ধ্বনিতে (শৈ-) রূপান্তরিত করে এবং একটি প্রত্যয় যুক্ত করে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে , যার ফলে এর অর্থ হয় 'শিশুর অবস্থা' বা 'শৈশবকাল'।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিষ্ণুপুরের সভায় একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা

কড়া ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ তৃণমূল নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী তন্ময় ঘোষের সমর্থনে জনসভা করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্যের প্রথমেই তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, 'মানুষকে লাঞ্ছনা, মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে বিজেপি। ২২৫ জনের মতো মানুষ এসআইআর জন্য মারা গেছে, বিজেপির লোকেদের কী একটু মায়া হয় না?' তারপর তিনি মন্দির নগরী ট্যুরিজম নিয়ে বলেন, 'বিষ্ণুপুরের একটা ঐতিহ্য আছে,নাম আছে।' মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর দেখতে সারা বছর পৃথিবী কোণা কোণা থেকে বহু লোক আসেন।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে উঠে আসে বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ির কথা। তিনি বলেন, বিষ্ণুপুরের বালুচরি শাড়ি জিআই প্রোডাক্ট মার্ক পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে।' বাঁকুড়া শিক্ষা এবং সঙ্গীত প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের ছেলে মেয়েরা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে প্রায়শই প্রথম স্থান অধিকার করে। বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুর শিক্ষার মাটি, সংস্কৃতির মাটি, সংগীত মন্দিরের ঘরানা। বিষ্ণুপুর মেলায় অনেক সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি হয়।' উন্নয়নের বিষয়ে তিনি বলেন, 'বিষ্ণুপুরে একটি মার্কেটিং হাব করা হচ্ছে। মিউজিয়াম ভবনের ১০ কোটি টাকার সংস্কার করা হয়েছে। মল্লভূমি অঞ্চলে সাংস্কৃতিক মঞ্চ সরকারি খরচে করা ডিজিটাইজ হয়েছে। বিষ্ণুপুর স্বাস্থ্য জেলা করা হয়েছে, সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল করা হয়েছে। বাচ্চাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পলিটেকনিক কলেজ, ইউনিভার্সিটি করা হয়েছে। প্রতি ব্লকে জন্য কোটি টাকা ব্যয়ে নলবাহিত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুর পাত্রসায়রের, সোনামুখী, রাঙামাটি রাস্তা এবং কৃষক বাজার,সুফল বাংলা কাজ হয়েছে। বাঁকুড়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা উন্নতি দেখে আমি বাঁকুড়া জেলায় ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছিলাম। আগামী তো আমরা অনেক স্কুলকে আপগ্রেড করব ইংলিশ মিডিয়ামও করে দেব।' এরপর বিজেপিকে কড়া ভাষায় নিন্দা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলা ছেলে মেয়েদের বিদ্যা, বুদ্ধি, সংস্কৃতি, সুবুদ্ধির সঙ্গে পারেনা অর্ধশিক্ষিতের দল বিজেপি। পৃথিবীর যত ভালো কাজ বাংলার ছেলে মেয়েরা বিশ্বজুড়ে করে। তাই আমি বলেছিলাম বাংলাটাকে বিশ্ববাংলা করব।' মেয়েদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'মেয়েদের ১৮ বছর আগে বিয়ে নয়, ওরা স্কুলে পড়বে।' বিজেপির উদ্দেশ্যে মমতা আরও বলেন, 'ওরা কংস, তাই ওরা যেখানে সেখানে করে ধ্বংস।' এছাড়া বিজেপির জন্য ২২৫ জন লোক মারা গেছে। কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষের ভোটাধিকার কাড়বেন না। বিজেপি করে লুট, বলে ঝুট। বিজেপি হচ্ছে মহিলা বিরোধী, আদিবাসী বিরোধী, ছাত্র যুবদের জন্য কিছু করেনি।'

দিল্লি ভবন থেকে কংগ্রেসে যোগদান

বাদুড়িয়ার প্রার্থী পদ তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ দিলুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: 'দলের সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলাম, কোনও ফল হয়নি। প্রার্থী না করায় আবার কংগ্রেসে যোগদান করে বাদুড়িয়ার প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পেলাম। আবার বাদুড়িয়াতে কংগ্রেসের জয় ফিরে আসবে। বাবা কাজী আব্দুল গফফার ৫০ বছরের কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ২০২১ সালে তৃণমূলে যোগদান করে ৫৭ হাজার ভোটে জিতেছি আমি। দলের যোগ্য নই বলে প্রার্থী করেনি। আর তাতেই আমার উপকার হয়েছে।' এমনই মন্তব্য করতে শোনা গেল দলত্যাগী বাদুড়িয়ার তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলুকে। সোমবার দিল্লির কংগ্রেস ভবনে গিয়ে যোগদান করে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'যারা একসময়ের দলের কোনও সম্মান পাচ্ছিলেন না, আমি তাঁদের সম্মান পাইয়ে দিয়েছি। বাদুড়িয়ার মানুষের অনেক ভয়, সংশয় আছে।' তিনি আরও বলেন, 'দলের দুঃসময় যারা পাশে ছিলেন দল তাঁদের সম্মান করবে, পাশাপাশি দলের সঙ্গে যারা গাদ্দারি করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। আমি সেই কথা শুনে খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম। কিন্তু আজকে দেখলাম সেটা সম্পূর্ণ উল্টো। তাই সেখান থেকে আমি আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম।' পুনরায় আবার কংগ্রেসের প্রার্থী দিলু আবার বাদুড়িয়াকে ফিরিয়ে আনতে পারবে কিনা সেটাই নির্বাচনের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

প্রচারে এসআইআর ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ইস্যুতে জোর স্বপনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলি: মঙ্গলবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের ভৌমিক পাড়া এলাকায় পৌঁছে প্রথমে লোকনাথ মন্দিরে পুজো দেন স্বপন দেবনাথ। উল্লেখ্য, তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকেই এই মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। পুজো পর্ব সেরে স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে একটি চাটাই বৈঠক করেন। সেখানেই এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরাসরি বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। বৈঠকের পর এলাকায় প্রচারও চালান। এদিন এলাকায় ঘুরে তিনি লক্ষ্য করেন, বহু বাসিন্দা এখনও কাঠের উনুনে রান্না করতে বাধ্য হচ্ছেন। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারেন, 'গ্যাসের সংকট এবং অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।' ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে স্বপন দেবনাথ বলেন, 'গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করছে। পাশাপাশি 'এসআই আর'-এর নামে মানুষকে হয়রানির ঘটনাও সামনে আসছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই তারা প্রতিবাদ জানাছেন।'

মমতার সভামঞ্চে তৃণমূলে যোগদান বিষ্ণুপুরের বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর হাই স্কুল গ্রাউন্ডে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা ছিল আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী তন্ময় ঘোষের সমর্থনে ভোট প্রচারে। এই সভা মঞ্চ থেকেই বিষ্ণুপুরে বিজেপির ভাঙন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে ওঠার আগে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও বিষ্ণুপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন অযোধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিষ্ণুপুর বিজেপির মণ্ডল ওয়ানের সহ-সভাপতি শ্যামল ব্যানার্জী। ২০২৩-এ অযোধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিড়রা ৪৬ নম্বর বুথ থেকে তৃণমূলের হয়ে জয়লাভ

করেছিলেন শ্যামল। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। এরপর বিজেপির পদও পান। শ্যামল ব্যানার্জীর অভিযোগ, এলাকার মানুষ তাঁকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন উন্নয়নের জন্য কিন্তু তিনি বিজেপিতে থেকে এলাকার উন্নয়ন করতে পারছিলেন না। বিজেপিতে গিয়ে ভুল করেছেন। তাই এলাকার মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে আজ তিনি আবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই যোগদানে স্বাভাবিকভাবেই বাড়তি অক্সিজেন পেল তৃণমূল। বিজেপির দাবি, বিজেপিতে এসে কাটমানি পাননি, তাই তিনি বিজেপিতে থাকতে পারেনি, আবার তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

রান্নার গ্যাসে কালোবাজারি, বিক্ষোভ ইংরেজবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আবারও রান্নার গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগ তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক গ্রাহকেরা। এমনকি পুরসভার ব্যস্তবহুল রাস্তাতে গ্যাস সিলিন্ডার ফেলে রেখেই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে সামিল হন অসংখ্য গ্রাহকেরা । মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে দফায় দফায় শতাধিক গ্রাহকদের এমন বিক্ষোভের ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় ইংরেজবাজার শহরের মনস্কামন রোড এলাকায়। গ্রাহকদের বিক্ষোভের জেরে সংশ্লিষ্ট এলাকার রান্নার গ্যাসের এক ডিস্ট্রিবিউটার দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আর তারপরে বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের আন্দোলন আরও জোরালো হতে শুরু করে। পরিস্থিতি নাগালের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে অবশ্য পুলিশে হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন শতাধিক গ্রাহকেরা অভিযোগ করেছেন, রান্নার গ্যাস বুকিং-এর পর মোবাইলে ডেলিভারির মেসেজ আসছে। এমনকি ভর্তুকির টাকাও অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও বাড়িতে সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে না। এবিষয়ে মনস্কামনা রোডের উত্তরণ এইচপি গ্যাস সার্ভিস সেন্টারের যিনি কর্মকর্তা রয়েছেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে গেলে কোন সদুত্তর মিলছে না। তার জন্য এদিন এভাবেই বিক্ষোভ আন্দোলন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের মনস্কামনা রোড এলাকায় রয়েছে উত্তরণ এইচপি গ্যাস সার্ভিস নামে এক গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর সংস্থার অফিস। এদিন সেই অফিসের বিরুদ্ধেই সময়মতো গ্যাস ডেলিভারি না দেওয়া-সহ বিস্তর অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্যাস গ্রাহকদের অনেকেই। যদিও মনস্কামনা রোড এলাকার ওই রান্নার গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। এব্যাপারে সিকিম এন্ড নর্থ বেঙ্গল এইচপি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সৌমেশ চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, 'কোথাও কোনও অনিয়ম হলে অবশ্যই প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে। তবে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে তেমন কোনও সংকট পরিস্থিতি তৈরি হয় নি।'

ঠাকুরবাড়িতে ননদ-বউদির লড়াই

বাগদায় বিজেপি প্রার্থী শান্তনু-পত্নী সোমা ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: ননদ-বউদির লড়াইয়ে জন্য প্রস্তুত বাগদার বিজেপি প্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু পত্নী সোমা ঠাকুর। আগেই একাধিক নাম বিজেপি বিভিন্ন বিধানসভায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেও, শেষ পর্যন্ত মতুয়া গড় বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম প্রকাশ করেছে সোমা ঠাকুরের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের পত্নী সোমা ঠাকুরকে। সোমা ঠাকুর জানান, তিনি রাজনীতিতে আসবেন সেইভাবে কোনও পরিকল্পনা ছিল না। বিজেপি তাঁকে যোগ্য মনে করে প্রার্থী করেছে, তার জন্য তিনি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে, তিনি ১০০ শতাংশ জেতার পক্ষে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন। সোমার দাবি, 'শুধু বাগদায় নয় গোটা রাজ্যে পদ্ম ফুল ফুটবে।' বাগদায় তৃণমূল প্রার্থী

ঠাকুরবাড়ির কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর। ফলে এই কেন্দ্রে বউদি-ননদের লড়াই হতে চলেছে জোরকদমে। এ বিষয়ে সোমা ঠাকুর বলেন, 'পারিবারিক বিষয়টা আলাদা। রাজনৈতিকভাবে যে যার লড়াই লড়বে। মতুয়ার বিজেপির দিকে সমর্থন দেবে।' বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর প্রসঙ্গে বাগদা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুরের মা তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাদিপতি মমতা ঠাকুর জানিয়েছেন, 'বাগদার মানুষ মধুপর্ণাকে আপন করে নিয়েছে। গত দেড় বছরে মধুপর্ণার হাত দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন ঢেলে দিয়েছে। এবার বাগদার মানুষ এর বিচার করবেন।' তিনি আরো বলেন, 'বাগদার বিজেপি বহিরাগত প্রার্থী মানছে না যে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। এই কেন্দ্রে তৃণমূল এগিয়ে আছে।' সোমা ঠাকুর প্রার্থী হওয়ার পরে মধুপর্ণা ঠাকুর জানিয়েছেন, 'পারিবারিক সম্পর্ক পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাগদাতে রাজনৈতিক লড়াই হবে। এতদিন ফাঁকা মাঠে খেলেছি। আগে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হওয়ায় আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি। চার তারিখে দেখবেন আমরাই জিতবো। বাগদায় তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে।'

চুঁচুড়ায় অসিত-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভোটের মুখে গুঞ্জন চুঁচুড়ায়। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে তৃণমূল কাউন্সিলরের জড়িয়ে ধরা ছবি ভাইরাল! চুঁচুড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর দিব্যেন্দু অধিকারীর অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন চুঁচুড়ার বিজেপি প্রার্থী সুবীর নাগ। কামারপাড়ায় ভোট প্রচারে বেরিয়েছিলেন তিনি। কামারপাড়ায় তৃণমূল অফিসে দিব্যেন্দুকে দেখতে পেয়ে সুবীর নাগ ঢুকে পড়েন। দুজনে সৌজন্য বিনিময় করেন। দিব্যেন্দু অসিত মজুমদারের অনুগামী বলে পরিচিত। অসিত মজুমদারকে টিকিট দেয়নি দল। দিব্যেন্দুর সঙ্গে সুবীর নাগের সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং সেই ছবি সুবীর ফেসবুকে পোস্ট করেন, দিব্যেন্দু সেই পোস্ট শেয়ার করেন, যা ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়।

যদিও সুবীর নাগ বলেন, 'দিব্যেন্দু আমার পুরনো বন্ধু। আমার রাজনীতির বাইরেও অনেক বন্ধু আছে। আমি সবার থেকে ভালোবাসা আশীর্বাদ চাই। হয়তো অনেকেই রাজনৈতিকভাবে মিছিল মিটিংয়ে বেরিয়ে সমর্থন করতে পারবে না। আমার অনেক বন্ধু আছে কেউ স্কুলে পড়েছে কলেজে পড়েছে তাদের কাছে আমি নিছকই বন্ধু কে কোন দল করে সেটা বড় কথা নয়। বন্ধুরা চাইবে বন্ধু জিতুক।' দিব্যেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী প্রচারে বেরিয়েছিলেন। আমার অফিসের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন সেখানে দেখা হয়েছে। এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ। আজকে নয় উনি যখন প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তখনো দেখা হয়েছিল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু উনি আমার বন্ধু ভোটে দাঁড়িয়েছেন তাই ওনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।'

শ্রীরামপুরে রামনবমীর মিছিল থেকে হামলা, রেস্তোরাঁয় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রীরামপুর কালীতলায় এলাকায় মিছিলটি পৌঁছলে মিছিলে থাকা রাম ভক্তরা অস্ত্র প্রদর্শন করছিলেন বলে অভিযোগ। শ্রীরামপুরে রাম নবমীর মিছিল থেকে হামলার অভিযোগ। সেখান থেকেই রেস্তোরাঁয় ভাঙচুর। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল। রবিবার রামনবমীর একটি মিছিল শুরু হয় বৈদ্যবাটি থেকে। শেষ হওয়ার কথা ছিল শ্রীরামপুর বটতলায়। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসতেই নিষেধ করে পুলিশ। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। কার্যত পুলিশের নিষেধ তোয়াক্কা না করেই মিছিল এগিয়ে যেতে থাকে। বটতলার আগে পুলিশের সঙ্গে আবার বচসা শুরু হয় মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের। বটতলায় একটি রেস্তোরাঁর সামনে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দিতে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। পুলিশকে উদ্দেশ্য করে গালাগালি শুরু হয়। অভিযোগ, এরপরই মিছিল থেকে কয়েকজন হুড়মুড়িয়ে ওই রেস্তোরাঁয় ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। রামনবমী মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ রেস্তোরাঁ সামনের দরজার কাচ ভেঙে দেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শ্রীরামপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ এই ঘটনায় মামলা রুজু করে একজনকে আটক করে। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অরাজনৈতিকভাবে ওই রেস্তোরাঁর সামনে গিয়ে প্রতিবাদ প্রদর্শন করা হয়। শ্রীরাপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে পুলিশ প্রশাসন দায়ী। তাঁরা শক্তভাবে এখনও এখানে প্রশাসনটাকে ধরতে পারেনি। এরমধ্যে কারোর প্ররোচনা রয়েছে কিনা, সেটাও দেখতে হবে।'

Punjab & Sind Bank

জোনাল অফিস : ১৪/১৫ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ২২৪৮ ৫৯৫৭/৫৮৬৭

বিক্রয় প্রত্যাহার

উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট এই সংবাদপত্রের ১৮.০৩.২০২৬ সংস্করণে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ এবং যা ২২.০৪.২০২৬ তারিখে সম্পাদিত হওয়ার ছিল **সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ই-নিলাম (ক্রম নং ১ থেকে ৭) পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হল।**

তারিখ : ০১.০৪.২০২৬ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

মেডিকেল রেকর্ড ধ্বংসের বিজ্ঞপ্তি

০১.০১.২০১৬ থেকে ৩১.১২.২০১৬ সময়কালে ভর্তিকৃত রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র সম্বলিত ১১,৮৭৮টি ফাইল বিনষ্ট করা হবে।

যদি কোনো নথিপত্রের প্রয়োজন হয় তবে ৩০শে জুন, ২০২৬ তারিখের পূর্বে আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দুর্গাপুরের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

IQ City Medical College Hospital
Sovapur, Bijra Road, Jemua, Durgapur-713206, WB, India
Contact: 0343-2608000/2608888
Email: **mrd@iqct.in**

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 10 OF 2025-2026 for the work of-

1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(Two) locations of Sagardighi Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 3(Three) locations of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

3. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(Two) locations of Farakka Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

4. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 2(Two) locations of Suti Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

5. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at 1(One) locations of Samsherganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte

OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 10 OF 2025-2026

The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **01/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents on **01/04/2026 upto 02.00 PM**. Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **01/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **01/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

Punjab & Sind Bank

বর্ধমান শাখা
৫৪, পুলিশ লাইন বাজার
বর্ধমান - ৭১৩১০৩ (পব)
ই-মেল : **b1041@psb.bank.in**

পরিশিষ্ট - IV [দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
ধারা ১৩(৪)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) (পরবর্তীতে ''আইন'' হিসেবে উল্লিখিত) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ
১.	**ক) বর্ধমান শাখা** **খ) শ্রী বরুণ কুমার পন্ডিত**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন সম্পত্তি পরিমাপ ০৩ ডেসিমেল বাস্তু জমি অবস্থিত দাগ নং আরএস এবং এল আর -৭৫৫,মৌজা - রূপপুর, জেএল নং ১৫, খতিয়ান নং এলআর ১৫৮৪, থানা -জামালপুর, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পাঁচরা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, **চৌহদ্দি** : উত্তরে সনৎ কুমার পন্ডিতের অবশিষ্ট এরিয়া। দক্ষিণে : বাঁশের বাগান। পূর্বে : পুকুর। পশ্চিমে : পুকুরর। **সম্পত্তি নং ১ ঠিকানাধারী (শ্রী বরুণ কুমার পন্ডিতের) নামে।**	**ক) ০১.০৮.২০২৫** **খ) ১৮,৭৯,৯৮৪.০১ টাকা** (আঠার লাখ উনআশি হাজার নশো চুরাশি টাকা এবং এক পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ **গ) ২৫.০৩.২০২৬**
২.	**ক) বর্ধমান শাখা** **খ) শ্রী জগন্নাথ ঘোষ** **এবং** **শ্রীমতি জানকি ঘোষ**	স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত দাগ নং আরএস এবং এলআর -৭৮৯, খতিয়ান নং এলআর ৭৬২, জেএল নং ৩৯, মৌজা - সাহস্যেসিয়নপুর, থানা - জামালপুর, জোৎশ্রীরাম গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা-বর্ধমান, দান দলিল নং ২৪৩৫, তারিখ ০৩.১০.২০১৬ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর জামালপুর, জেলা-বর্ধমান এবং নথিভুক্ত/বুক নং ১, ভুল্যম নং ০২১৭-২০১৬, পৃষ্ঠা - ৩৭৬৮০ থেকে ৩৭৬৯৫, দলিল নং ০২১৭০২৪৩৫-২০১৬ সালের **সম্পত্তি ১ নং ঠিকানাধারী (শ্রী জগন্নাথ ঘোষ, পিতা শ্রী বলাই চন্দ্র ঘোষ) এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : বলাই চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি। পশ্চিমে : পরেশ ঘোষ এর সম্পত্তি। পূর্বে : শম্ভু/ রঘু নাথ ঘোষের সম্পত্তি। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।	**ক) ০৪.০৮.২০২৫** **খ) ৩৫,৩৮,৩৯২.৬৭ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার তিনশ বিরানব্বই টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ **গ) ২৫.০৩.২০২৬**
৩.	**ক) বর্ধমান শাখা** **খ) শ্রী জয়ন্ত কংসবণিক** **এবং** **শ্রী বিশ্বজিৎ কংসবণিক**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন পরিমাপ এরিয়া ০৬ ডেসিমেল বাস্তু জমি তদস্থিত ভবন অবস্থিত দাগ নং এলআর -২৮৪৫, আরএস -১০০৫, মৌজা- ইছলাবাদ, জেএল নং ৭৫, খতিয়ান নং এলআর ৫৫৮৪ এবং ৫৫৮৫, থানা -বর্ধমান, জেলা -বর্ধমান, বর্ধমান পুরসভা অধীন, **সম্পত্তি ১) শ্রী জয়ন্ত কংসবণিক, ২) শ্রী বিশ্বজিৎ কংসবণিক এর নামে। চৌহদ্দি :** পূর্বে : গোষ্ঠ গোপাল চক্রবর্তী এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : বাদল দে এর সম্পত্তি। উত্তরে : পুরসভা সড়ক। দক্ষিণে : খালি জমি।	**ক) ১৫.১০.২০২৫** **খ) ২৮,৭৮,০৮৩.০৭ টাকা** (আঠাশ লাখ আটাত্তর হাজার তিরাশি টাকা এবং সাত পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ **গ) ২৫.০৩.২০২৬**

তারিখ : ০১.০৪.২০২৬
স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : **www.idbibank.in**

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উল্লিখিত তারিখে হিসাবগুলোর বিপরীতে একটি দাবি নোটিশ জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারীগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/আইনগত উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষত এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / আইনসম্মত উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, তার উপর খরচ এবং আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের চার্জ হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে, ঋণগ্রহীতা/আইনসম্মত উত্তরাধিকারীগণের দৃষ্টি ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	**ক) শ্রী অভিষেক গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি মিনা গাঙ্গুলি (সহ ঋণগ্রহীতা) ।** **২. ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৯০৫৭, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৯৪৮২ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৯২৬০**	১. ০৯.০১.২০২৬ ২. ২৭.০৩.২০২৬ ৩. **১৮,৮৮,৬৫১.৯৪ টাকা** (আঠার লাখ অষ্টআশি হাজার ছশো একান্ন টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা) **০৮.১১.২০২৫** অনুযায়ী **১০.০৯.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**তপশিল :** স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৫ ডেসিমেল , আরএস এবং এলআর প্লট নং ২৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৫ এবং ৯৮৮, এলআর খতিয়ান নং ১০৪৪ এবং ১০৪৫, মৌজা- বড়বাড়ি, জেএল নং ১৬৭, থানা : চৌকি এবং এডিএসআর অফিস রঘুনাথপুর, জেলা-পুরুলিয়া, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৫ অবশিষ্ট জমি। **দক্ষিণে :** অবশিষ্ট জমি আরএস এবং এলআর প্লট নং ৯৮৫। **পূর্বে :** খালি জমি আরএস এবং এলআর প্লট নং ২২০১। **পশ্চিমে :** কাঁচা রাস্তা।
২	**ক) শ্রী শঙ্কর ব্যানার্জি (ঋণগ্রহীতা)** **খ) ২০৩৩৬৭৫১০০০০০৪৮০**	১. ১৯.০১.২০২৬ ২. ২৭.০৩.২০২৬ ৩. **২,৭১,৫৮০.০০ টাকা** (দুই লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশ আশি টাকা) **১১.১১.২০২৫** অনুযায়ী **১০.১০.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**তপশিল :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট/ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্ট নং ৪বি, ৫মতলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫১০ বর্গফুট বহুতল ভবনে সমুদয় ফিটিংস, ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক লাইন, সংযোগ ইত্যাদি অবিভক্ত সমত্রত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রকল্পের/ভবনের নাম **"আকৃতি এনক্লেভ ফেজ-২"**, নির্মিত জমির পরিমাপ ৯.৭৪ কাঠা সমপরিমাপ ১৬ ডেসিমেল, আরএস প্লট নং ১৩৬৩, এলআর প্লট নং ১৮৩৫, এলআর খতিয়ান নং ১৫৯২, মৌজা- কালিগঞ্জ, জেএল নং ১১০, থানা -দুর্গাপুর, এডিএসআর এবং সাব ডিভিশন দুর্গাপুর, জেলা বর্ধমান, সম্পত্তি জেমুনা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।
৩	**ক) শ্রী অনুপ বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি দেবযানী বিশ্বাস (সহ ঋণগ্রহীতা)** **খ) ০২৫৬৬৭৫১০০০২১১৮২, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৪১৪০ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৪১৮৬**	১. ০৯.০১.২০২৬ ২. ৩০.০৩.২০২৬ ৩. **১৯,৬০,০১৩ টাকা** (উনিশ লাখ ষাট হাজার তেরো টাকা) **১০.১০.২০২৫** অনুযায়ী **১০.১০.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**তপশিল :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ২ কাঠা ৮ ছটাক, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭৩৬, খতিয়ান নং ৬৪৭, পরবর্তীতে এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৯, মৌজা - কালিপুর, জেএল নং ১০৫, থানা - সিউড়ি এবং রেজিস্ট্রি অফিস সিউড়ি, জেলা বীরভূম। সম্পত্তি কাইদা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।
৪	**ক) শ্রী সুদীপ কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি অনিতা পন্ডিত রায় (সহ ঋণগ্রহীতা)** **খ) ০২৫৬৬৭৫১০০০২৫৫২২ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০২৬৮১৩**	১. ১৯.০১.২০২৬ ২. ৩০.০৩.২০২৬ ৩. **২১,৮১,৭৭৮.০৮ টাকা** (একুশ লাখ একাশি হাজার সাতশ আটাত্তর টাকা এবং আট পয়সা) **১০.০৯.২০২৫** অনুযায়ী **১০.০৯.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**তপশিল :** স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত জমির পরিমাপ ৩৮.৫ ডেসিমেল , এলআর প্লট নং ১৮৪, এলআর খতিয়ান নং ১৬৮২৮, ১৭৫০০, ৮৮১৬, ১৬৮২৯, ১০৬৯৭, ১০৬৯৮, ১৭৭৬২, ৮৮১৭,জেএল : ৭৭, মৌজা- রামপুরহাট, থানা -রামপুরহাট, জেলা -বীরভূম, বহুতল ভবন অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প তদস্থিত নাম আকাঙ্ক্ষা অ্যাপার্টমেন্ট এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ই, ২য়তলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৩৩ বর্গফুট এবং দ্বিচক্র যানের পার্কিং স্পেস একতলায় এরিয়া ৩০ বর্গফুট, থানা-রামপুরহাট, জেলা -বীরভূম-৭৩১২২৪।
৫	**ক) শ্রী নিয়াজউদ্দিন শেখ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি-শ্রী মিজারুল শেখ এবং শ্রী নাসির শেখ।** **খ) ১৪৬৬৬৫৩৮০০০০০০৫৫**	১. ১৩.০১.২০২৬ ২. ৩০.০৩.২০২৬ ৩. **৬,০৩,৬৩৯.৭৭ টাকা** (ছয় লাখ তিন হাজার ছশো উনচল্লিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা) **০১.১১.২০২৫** অনুযায়ী **০২.১১.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**তপশিল :** গ্রাম -নতুনপাড়া-সুন্তিপুর, পো : সুন্তিপুর, থানা- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০২, মৌজা- সুন্তিপুর, জেএল নং ৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৬১, ৩৩৬২ এবং ৩৩৬৫, দাগ নং এলআর ১০৯৮, নওদাপানুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। উক্ত **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** বেরেস্তুল্লা শেখ এর ভবন। **দক্ষিণে :** জালালউদ্দিন শেখ এর ভবন। **পূর্বে :** ১০ ফুট কংক্রিট রোড। **পশ্চিমে :** নাজির শেখ এর ভবন।

তারিখ : ০১.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

মালদায় দফায় দফায় বাতিল ভোটারদের বিক্ষোভ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃতীয় এবং চতুর্থ দফার সাপ্লিমেন্টারি প্রকাশিত হতেই মালদার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের বাদের তালিকায় থাকা কয়েকশো মানুষ বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হলেন। আর এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে কোথাও রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ। আবার কোথাও টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদ। এমনকি মোথাবাড়ি কেন্দ্রের রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাস্তাতেই চলল রান্না এবং খাওয়ার পর্ব। ইংরেজবাজারে সাটটারি এলাকায় জেনারেল অবজারভারের গাড়ি আটকিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক বাদের তালিকায় থাকা ভোটারেরা। পাশাপাশি রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের পীরগঞ্জ এলাকায় বাজার, হাট দোকানপাট খুলতে দিলেন না বিক্ষোভকারী ভোটারেরা। এখানেও এদিন অঘোষিত বনধ্ পালন করা হল। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার দিনভর এভাবেই চলল এসআইআর-এর

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন।

এদিন দুপুরে ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্রেরও বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাটটারি এলাকায় বুথ পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সাধারণ অবজারভার। তাঁকে ঘিরে রীতিমতো বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। যা নিয়ন্ত্রণে আনতে কার্যত গলদঘর্ম হয় পুলিশের। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে ঘেরাও করে রাখা হয় নির্বাচন কমিশনের সাধারণ অবজারভার সারভানাম মুরুগানকে।

বিক্ষোভকারী গ্রামবাসী ইসমাইল শেখ, আবজার আলম, রহিম আলিদের অভিযোগ, '২০০২ সালের ভোটার লিস্টে তাঁদের নাম রয়েছে। কিন্তু তারপরেও এই এলাকার অন্তত এক হাজারেরও বেশি গ্রামবাসীদের ভোটার তালিকায় রাখা হয়েছে। আমরা সকলে এখন আতঙ্কিত।' এদিন সাটটারি এলাকায় নির্বাচনের জন্য বুথ পরিদর্শন করতে এসেছিলেন ওই জেনারেল অবজারভার। তখনই তাঁকে বাদের তালিকায় থাকা শতাধিক ভোটারেরা গাড়ি সমেত ঘেরাও করে আটকে রাখে। যদিও এই ঘটনার পর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হাসান বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের যে গাইডলাইন আছে সেই অনলাইন পদ্ধতির বিষয়টি এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের জানানো হয়েছে। কিছু মানুষ রাজ্য সড়ক অবরোধ করেছিল। সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। তবে কেনও অবজারভারকে গ্রামবাসীরা আটকে ছিল কিনা সেটা বলতে পারব না।' এদিন সকাল থেকে চাঁচল মহকুমার রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্রের পীরগঞ্জ এলাকায় অচিনটোলা হাট খুলতে দিলেন না বাদের তালিকায় থাকা শতাধিক ভোটারেরা। দফায় দফায় পীরগঞ্জ এলাকার মালদা-রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন কয়েকশো বিক্ষোভকারী ভোটারেরা। তাঁদের অভিযোগ, অন্যায় ভাবে ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এসআইআর-এর আবেদনপত্রে সমস্ত নথি তাঁরা দিয়েছিলেন। তাঁদের পূর্বপুরুষের পরিচিতি যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁরা ২০০২ সালেও সমস্ত তথ্য তুলে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও এই পীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ১৫টি গ্রামের প্রায় ৩ হাজার মানুষ ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এভাবেই অঘোষিত বনধ্ পালন করা হয়েছে। এদিন ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ার অভিযোগে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয় মোথাবাড়ি বিধানসভার বাবলা এলাকা। 'আগে ভোটার, পরে ভোট' এই স্লোগান তুলে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে একাধিক জায়গায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। এদিনের এই আন্দোলন অবরোধের মধ্যে বিক্ষোভকারীরা রাস্তাতেই খিচুড়ি ও সবজি রান্না করে খাওয়ারের ব্যবস্থা করেন। মালদা মোথাবাড়ি রাজ্য সড়ক এদিন সকাল থেকেই অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ওই রুটে যান চলাচল পরিষেবা।

আজ নানুর যাবেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: তৎপরতা ক্রমশ বাড়ছে। গড়বেতায় জনসভা শেষ করে মঙ্গলবার দুপুর তিনটে কুড়ি নাগাদ দুর্গাপুরে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুরে পৌঁছে তিনি একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠেন। এরপর তিনি বুধবার নানুরের জনসভার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে শহরজুড়ে জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি চালানো হয়, যাতে কোনও

রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ধারাবাহিক জনসভা করে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার দিকেই জোর দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কালনায় টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ বাতিল ভোটারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে পূর্ব বর্ধমানের কালনায় মঙ্গলবার সকাল থেকে কালনা, কাটোয়া এসটিকেকে রোডের নিভুজি মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা এই অবরোধের জেরে ব্যাহত হয় যান চলাচল। অবরোধের জেরে ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বহু বছর ধরে তাঁরা ভারতে বসবাস করছেন এবং তাঁদের কাছে বৈধ পাসপোর্ট, জন্ম সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি-সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে। শুধু এক-দু'জন নয়, এলাকার একাধিক বুথে বহু মানুষের নাম তালিকা থেকে উধাও

হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা।

এই ঘটনায় চরম উদ্বেগে পড়েছেন এলাকাবাসী। ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে দল-মত নির্বিশেষে একজোট হয়ে রাস্তায় নামেন মানুষজন। হাতে প্ল্যাকার্ড ও মুখে প্রতিবাদের স্লোগান তুলে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। বিক্ষোভকারিরা হুঁশিয়ারি দেয়, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আগামী দিনে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন। তবে এই বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে কি ব্যবস্থা নেই এখনও সেটাই দেখার। যদিও এদিন দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায় ও সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আরামবাগে হেমন্ত বাগের প্রচারে মহিলাদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তৃণমূলের 'রক্তচক্ষু'কে উপেক্ষা করেই আরামবাগ বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগের সমর্থনে মঙ্গলবার দেখা গেল অভূতপূর্ব জনস্রোত। গৌরহাটি ১ নম্বর পঞ্চায়েতের পৈশাড়া গ্রাম থেকে শুরু করে খাড়ল, গৌরী এবং সুভয়পুর পুরো এলাকা জুড়ে যেন একেবারে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। রাজনৈতিক প্রচার যে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে গণতন্ত্রের উৎসবে পরিণত হতে পারে, তারই এক বাস্তব চিত্র উঠে আসে এই কর্মসূচিতে। দিনের শুরুতেই পৈশাড়া গ্রামের কৃষ্ণ মন্দিরে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ নেন বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ। এরপর একে একে বিভিন্ন গ্রামে পদযাত্রা ও জনসংযোগে অংশ নেন তিনি। আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলেও ছাতা হাতে, ভিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, স্লোগান তুলে হাজার হাজার মানুষ প্রার্থীর পাশে হেঁটেছেন। খাড়ল গ্রামে পৌঁছাতেই গ্রামের মহিলারা শঙ্খধ্বনি দিয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে এবং মিষ্টিমুখ করিয়ে প্রার্থীকে বরণ করে নেন। অনেকেই উলুধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানান। গ্রামীণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই আবেগঘন পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যেই রাজনৈতিক প্রচারকে উৎসবের রূপ দেয়। মহিলাদের নাচ, স্লোগান, উচ্ছ্বাস সব মিলিয়ে চারিদিকে তৈরি হয় এক অন্যরকম আবহ। গ্রামের মেয়ে সোনামনি ঘোষ বলেন, 'আজকের এই ভিড় শুধু কোনো দলের জন্য নয়, এটা আমাদের মনের কথা প্রকাশ। আমরা অনেকদিন ধরে নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছি। রাস্তা, পানীয় জল, কাজের সুযোগ সব কিছুতেই উন্নয়ন দরকার। হেমন্তবাবুকে সামনে পেয়ে মনে হচ্ছে এবার হয়তো আমাদের কথা কেউ শুনবেন। তাই বৃষ্টি হলেও আমরা ঘরে বসে থাকিনি, রাস্তায় নেমেছি।' প্রচারের সময় হেমন্ত বাগ সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন, তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে হেমন্ত বাগ বলেন, 'মানুষ আর ভয় পায় না, সেটাই আজ পরিষ্কার। তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ নিজেরাই রাস্তায় নেমে আমাদের সমর্থন জানাচ্ছেন। এই ভালোবাসা ও আশীর্বাদই আমাদের শক্তি। আমি বিশ্বাস করি, আরামবাগের মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেবেন এবং আগামী দিনে এখানে বিজেপির জয় নিশ্চিত হবে।'

কেন্দুলা গ্রামকে 'মডেল গ্রাম' করার অঙ্গীকার নরেন্দ্রনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মঙ্গলবার দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের অন্তর্গত কেন্দুলা গ্রামে নির্বাচনী জনসংযোগ সারেন। সেখানে কেঁদুলা মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজের প্রচার কর্মসূচি শুরু করেন তিনি। পুজো শেষে গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হন প্রার্থী। গ্রামবাসীদের অভাব-অভিযোগ শোনেন এবং উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন। এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কথা। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্পষ্ট জানান, জয়ী হওয়ার পর এই কেন্দুলা গ্রামকে তিনি একটি 'মডেল গ্রাম' বা আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলবেন। তৃণমূল প্রার্থীর এই আশ্বাসে খুশি গ্রামের মানুষ।

এক মিছিলেই বারাসাতে জয় নিশ্চিত, দাবি সব্যসাচীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: এক মিছিলেই বারাসাত বিধানসভার জয় নিশ্চিত করলেন বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সব্যসাচী দত্তের। মঙ্গলবার বিকেলে বারাসাত শহর আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে ও বারাসাত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাসগুপ্তের নেতৃত্বে তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে এক বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মিছিলে প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাপস দাসগুপ্ত, শহর আইএনটিটিইউসি'র

সভাপতি সৌমেন আচার্য, অতনু ঘোর, পুরপিতা অরুন ভৌমিক, অশনি মুখার্জি, দেবব্রত পাল, অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস মিত্র, জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি লিঙ্কন মল্লিক, শহর যুব সভাপতি চয়ন দাস-সহ অন্যান্যরা। বারাসাত চাঁপাডালি মোড় থেকে সুসজ্জিত পদযাত্রা শুরু হয়, কলোনি মোড়, হেলাবটতলা হয়ে ময়নায় গিয়ে শেষ হয়। এদিনের পদযাত্রায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পদযাত্রায় যোগ দেওয়া তৃণমূল কর্মী, সমর্থদের দাবি, এবার বারাসাত রাজনৈতিক প্রার্থী পেয়েছে। ফলে আগামীদিনে তাঁদের হয়ে কথা বলার নেতা তাঁরা পেয়েছে। বারাসাতের উন্নয়ন এবার আরও বেশি বেশি করে হবে। এদিনের মিছিলে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সব্যসাচী দত্ত বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে সারা রাজ্যে এমনই মানুষের ঢল নেমেছে। এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি।' জয়ের বিষয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত সব্যসাচীর দাবি, 'বিজেপি বলছে তাঁদের হাওয়া বইছে। কিন্তু আমিতো কোনও কালবৈশাখীও দেখতে পাচ্ছি না। আজ যে পরিমান তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকেরা রাস্তায় নেমেছেন, তাতে আজ থেকেই বিজেপির হাওয়া উল্টো দিকে বইবে।'

উন্নয়নের পাঁচালির বাস্তবতা শূন্য, বলছেন বাম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মঙ্গলবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ইচ্ছাপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী প্রবীর মণ্ডল (তুফান)। এদিন আমলৌকা গ্রাম থেকে সকালে বাড়ি বাড়ি প্রচার পর্ব শুরু হয়। বাঙ্গুরি পাটসাওড়া, ইচ্ছাপুর-সহ বিভিন্ন এলাকায় চলে ভোট প্রচার। সিপিআইএম কর্মী, সমর্থকদের পাশাপাশি এদিন প্রার্থীর ভোট প্রচারে উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ কর্মীরাও। বিভিন্ন পাড়া, মহল্লার অলিগলিতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে প্রচার করেন প্রার্থী। প্রার্থীকে ঘিরে এদিন উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় এলাকাতে। বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীকে দেখতে রাস্তায়, দরজায় অপেক্ষা করতে দেখা যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের।

প্রার্থী প্রবীর স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এলাকার সুবিধা ও অসুবিধার কথা শোনেন। তিনি বলেন, 'প্রথমবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছি। প্রচারে বেড়িয়ে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। মানুষ পরিবর্তন চাইছে। তৃণমূল উন্নয়নের পাঁচালি নিয়ে এতদিন যা প্রচার করেছে বাস্তবে দেখছি তার উল্টো চিত্র। রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়নি ১৫ বছরেও। মিথ্যা উন্নয়নের প্রচারে মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে। তাই এতদিন মুখ ফিরিয়ে থাকা মানুষজন বামপন্থীদের প্রচারে সামিল হচ্ছেন।' প্রবীরবাবু আরও বলেন, 'আমাদের লড়াই তৃণমূল এবং বিজেপি দুটি দলের বিরুদ্ধেই। কারণ দুটি দলই সাম্প্রদায়িক এবং একে অপরের পরিপূরক।'

জামুড়িয়ায় বিক্ষোভ প্রদর্শন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: মঙ্গলবার একাধিক দাবিতে চুরুলিয়া ডব্লিউবিপিডিএল কয়লা খনিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। চুরুলিয়ায় চারটি স্কুল স্থানান্তরের প্রতিবাদ, খনিতে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের দাবি, অজয় নদীতে বালি চুরি-সহ বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদ, জয়নগরে ৭২ বিঘা চারণভূমি জোরপূর্বক দখলের প্রতিবাদ এবং এলাকার মানুষের

মৌলিক অধিকার রক্ষার দাবিতে এই বিক্ষোভ করা হয় বলে বিজেপি সূত্রে খবর। এদিন, জামুড়িয়া বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ বিজন মুখার্জি বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে চুরুলিয়ার চৌধুরী তালাব থেকে মিছিল করে কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং কয়লা খনিতে পৌঁছান, যেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলে। আজকের বিক্ষোভে বিজেপি প্রার্থী ডঃ বিজন মুখার্জি, সন্তোষ সিং, তাপস রায়, নিরঞ্জন সিং, ব্রিজমোহন পাসওয়ান এবং আরও অনেকে অংশগ্রহণ করেন। বিক্ষোভ প্রসঙ্গে জামুড়িয়া প্রার্থী ডঃ বিজন মুখার্জি বলেন, 'জামুড়িয়ার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ পিডিসিএল-এর নিপীড়নে ভুগছেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁরা এখানে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেনি এবং স্থানীয় যুবকদের চাকরিও দেয়নি। এছাড়াও, নদী, পুকুর, কুয়ো এবং অন্যান্য এলাকার জল দূষিত হয়ে গেছে। প্রকাশ্যে বালি তুলে নেওয়ার ফলে নদীর চেহারা পাল্টে গেছে।'

দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে স্লোগান যুদ্ধে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: বেনাচিতির পর এবার মায়াবাজারে নির্বাচনী উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘড়ুই এলাকায় দুর্গাপুর পুরসভার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রচারে গেলে স্লোগান যুদ্ধের জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

জানা যায়, এদিন মায়াবাজার এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে যান বিজেপি প্রার্থী। সেই সময় এলাকার কিছু বাসিন্দা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন, যার পাল্টা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তোলেন বিজেপি সমর্থকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে এলাকায় বিধায়ককে দেখা যায়নি। এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ডিভিসি-এর বস্তি উচ্ছেদের সময়ও তিনি এলাকায় আসেননি। ভোটের মুখে হঠাৎ প্রচারে আসা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাসিন্দাদের একাংশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তৃণমূল সমর্থকদের বচসা শুরু হয় এবং দ্রুতই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা এলাকা ছেড়ে সরে যান। ঘটনায় এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলে জানা গিয়েছে।

দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই অঞ্চলের সগর গ্রামে ভোট প্রচারে সিউড়ির তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার হাওড়ার শ্যামপুরের বারগ্রামে প্রচারের ফাঁকে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সেলফি তুলছেন বিজেপি প্রার্থী ডঃ হিরন্ময় চ্যাটার্জি ওরফে অভিনেতা হিরণ।

বিজেপিতে ভাঙন, তৃণমূল শিবিরে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সীমান্তের বিরোধী শিবিরে বড়সড় ধাক্কা। তৃণমূলের প্রচার সভা থেকেই দুই শতাধিক বিরোধী দলের কর্মী, সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূলে।

বিধানসভা ভোটের মুখে বসিরহাটে বিজেপি ও কংগ্রেসে বড়সড় ভাঙন। দুই শতাধিক কর্মী যোগ দিলেন তৃণমূলে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুরজিত মিত্র ওরফে বাদলের সমর্থনে বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের ঢ্যামঢেমিয়া মোড়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী কর্মীসভায় বিজেপি ও জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দিলেন দুই শতাধিক কর্মী সমার্থক। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বসিরহাট দক্ষিণ

বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাদল মিত্র। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সাহানুর মণ্ডল, বসিরহাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সারিফুল মন্ডল, বসিরহাট এক নম্বর ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শফিকুল দফাদার। বিধানসভা ভোটের মুখে বিজেপি ও কংগ্রেস ছেড়ে কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলের যোগ দেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন আরও শক্তিশালী হল বসিরহাট দক্ষিণে, যা নির্বাচনী লড়াইয়ে বড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

হাসন ১ নম্বর অঞ্চলে নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী ফায়েজুল হক।

ভোটের মুখে পদত্যাগ তৃণমূল অঞ্চল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বলাগড় ব্লকের জিরাট অঞ্চলের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জেলা সভাপতি কে চিঠি দিলেন দেবাশিস সরকার। বিধানসভা ভোটের মুখে দলের পদ ছাড়লেন তৃনমূল নেতা! কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা। তিনি জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তার পঞ্চায়েত প্রধান হওয়া নিয়ে গুঞ্জন ছিল। কিন্তু তার জায়গায় প্রধান করা হয় তপন দাসকে। কয়েক মাস আগে তপন দাস প্রয়াত হন। এক মাস আগে দেবাশিস সরকারকে অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের আগেই হঠাৎ করে তার এই ইস্তফা পত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই এলাকায় গুঞ্জন ছড়ায় তার পদ ছাড়া নিয়ে। দেবাশিস সরকার ইস্তফাপত্রে লেখেন, জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইন ও অসীমা পাত্রের অনুরোধেই তিনি সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে এই মুহূর্তে সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এ বিষয়ে বলাগড় ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্য সঞ্জয় রায় বলেন, 'দেবাশিস সরকার দলের গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য। দল বড় হয়েছে নীতি আদর্শ নিয়ে কোনও সমস্যা থাকতেও পারে। তিনি দলের অভ্যন্তরে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। এই ভাবে সমাজ মাধ্যমে পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে দেওয়ার অনেক জবাব দিতে হচ্ছে আমাদের। আমরা ব্লক নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্ব বিষয়টা দেখছে।'

বলাগড়ে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। জেলা সব ব্লক কমিটি তৈরি করে দিলেও, বলাগড় ব্লকে কোনও সভাপতি নেই। বদলে কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে দলের তরফ থেকে।

ঝড়ে ভেঙে পড়ল বিজ্ঞাপনের গেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রামনবমী উপলক্ষে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড়ে কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেওয়া বাঁশের তৈরি গেট নির্মাণ করা হয়েছিল পুরাতন জাতীয় সড়কের ওপর। রামনবমী শেষ হলেও সেই বিজ্ঞাপনের গেট একইভাবে রাজ্য স্তার উপর দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকদিন ধরে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে কাঁকসা জুড়ে ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। প্রবল ঝড়ে আচমকা ভেঙে পড়ে গেটটি। সেই সময় বেশ কিছু যানবাহন এবং বাইক আরোহী পারাপার করছিল গেটের তলা থেকে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান কয়েকজন। তবে রাস্তার উপর গেটটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার জন্য পুরাতন জাতীয় সড়কে দুই ধারে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে খবর পেয়ে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ ও কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত ডেকোরেটার্সের কর্মীদের খবর দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় রাম নবমী কমিটির সদস্যদের। তড়িঘড়ি ভেঙে যাওয়া গেটটি খুলে অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে পুরোপুরি ভাবে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে ওই রাস্তায়।

অসম জিততে সংকল্পপত্রে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি থেকে লাভ জিহাদ

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ: আগামী ৯ এপ্রিল অসমে বিধানসভা নির্বাচন। জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে শাসক ও বিরোধী পক্ষ। মঙ্গলবার দলীয় ইস্তেহার প্রকাশ করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির প্রতিশ্রুতি দিল, ভোটে জেতার তিন মাসের মধ্যে লাগু হবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এইসঙ্গে বিজেপির দাবি, 'লাভ জিহাদ' এবং 'ভূমি জিহাদ'-এর অবসানে উপযুক্ত কঠোর আইন আনা হবে।

বিজেপির ইস্তেহারের আনুষ্ঠানিক নাম 'সংকল্প পত্র'। যেটি প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ। 'সংকল্প পত্রে' ৩১টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে রাজ্যবাসীকে। তার মধ্যে অন্যতম হল অভিন্ন দেওয়নি বিধি লাগু, 'লাভ জিহাদ' ও 'ভূমি জিহাদ'-এর বিরুদ্ধে কঠোর আইন। দলটি অহমিয়া জনতার ঐতিহ্য ও অধিকার রক্ষার জন্য আইনগত সুরক্ষা জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ষষ্ঠ তপসিল ও উপজাতীয় এলাকা ব্যতীত জাতিগত জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে ইউসিসি বাস্তবায়ন করা হবে।

অসমের সংকল্পপত্রে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বিজেপি টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরলে 'সত্র', 'নামঘর', 'দেবালয়' এবং অন্যান্য উপাসনালয়ের বেদখল হওয়া জমিগুলো মুক্ত করা হবে। এইসঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নে 'অসম গতি শক্তি মাস্টার প্ল্যান' বাস্তবায়িত করা হবে। অসমকে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রবেশদ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে ৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। রাজ্যকে বন্যামুক্ত করার লক্ষ্যে ১৮,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে 'বাধ মুক্ত অসম মিশন' চালু করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়াও জিতে ফিরলে ২ লক্ষ সরকারি চাকরি, প্রত্যেক জেলায় একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে গেরুয়া শিবির। এছাড়াও 'অরুণোদয়' প্রকল্পে রাজ্যের মহিলাদের ভাতা বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করা হবে, বলা হয়েছে ইস্তেহারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, অসমের ইস্তেহার কেবলের অসমের জন্যই নয়, এর মাধ্যমে পড়শি রাজ্য বাংলাকেও বার্তা দিল ভারতীয় জনতা পার্টি।

১৯৫০ সালের অভিবাসী (অসম থেকে বহিষ্কার) আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যের আদিবাসীদের ভূমি, ঐতিহ্য ও মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে। পাশাপাশি অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্তকরণ ও ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হবে বলা হয়েছে সংকল্প পত্রে। দলটি 'মিশন বসুন্ধরা' প্রকল্পের অধীনে অবৈধ অভিবাসীদের দখল থেকে জমির প্রতিটি ইঞ্চি মুক্ত করতে এবং অসমের সকল প্রকৃত নাগরিককে জমির অধিকার প্রদান করার অঙ্গীকার করেছে।

মাসুদ আজহারের দাদার রহস্যজনক মৃত্যু পাকিস্তানে

শ্রীনগর, ৩১ মার্চ: পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহারের দাদা মহম্মদ তাহির আনওয়ারের দেহ উদ্ধার হয়েছে পাকিস্তানে। তবে তাঁর কী ভাবে মৃত্যু হল, তা নিয়ে রহস্য বাড়ছে। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার তাহিরের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই দিনই স্থানীয় সময় রাত ১১টায় বহওয়ালপুরে জামিয়া মসজিদ উসমান ওয়ালিতে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে জইশের টেলিগ্রাম চ্যানেলে ঘোষণা করা হয়েছে বলে ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। অসুস্থ হয়ে মৃত্যু, না কি নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ, তা নিয়েও স্পষ্ট কোনও বার্তা নেই।

ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, তাহির দীর্ঘ সময় ধরে জইশের নানা কাজকর্ম সামলাচ্ছিলেন। সংগঠনের অন্যতম মাথা ছিলেন তিনি। মাসুদের আর এক ভাই ইব্রাহিম আজহার আফগনিস্তানে নানা জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত। তাহিরের দায়িত্বে ছিল সশস্ত্র জঙ্গিরা। পরবর্তী কালে তাঁকে মারকাজ উসমান-ও-আলির দায়িত্ব দেওয়া হয়। টাইমস অফ ইন্ডিয়া-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারত যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিঁদুর অভিযান চালাচ্ছিল, সেই সময় এই মারকাজেই অস্থায়ী ঠিকানা গড়ে তুলেছিলেন মাসুদ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মারকাজের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে, তা নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে টানাপড়েন চলছিল। তার পরই তাহিরকে মারকাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তালা পড়ল জয়ললিতার বাড়িতে

চেন্নাই, ৩১ মার্চ: তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার প্রাসাদোপম বাংলোয় তালা ঝোলাল হায়দরাবাদ পুরসভা। জানা গিয়েছে, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরে পুর কর বাকি পড়ায় তা দেড় কোটিতে পৌঁছে যায়। গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের (জিএইচএমসি) আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে বারবার নোটিস দেওয়া হলেও প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর সম্পত্তির দেখভাল করা ব্যক্তিরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। আধিকারিকদের বক্তব্য, ২০১৭ সালের পর থেকেই কর মেটানো হয়নি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে চূড়ান্ত নোটিস পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, বাড়িটিকে এক সময় আর্থিক তছরুপে অভিযুক্ত পলাতক ব্যবসায়ী বিজয় মালিয়াকে লিজ দেওয়া হয়েছিল। পুর আধিকারিকদের বক্তব্য, ওই সময় থেকেই কর বাকি পড়ে। জিএইচএমসি কমিশনার আরভি কার্নান বলেছেন, হায়দরাবাদ মিউনিসিপাল কর্পোরেশন সমস্ত প্রধান সম্পত্তি কর খেলাপকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে।

প্রথমবার কেরল জিততে কল্পতরু মোদী সরকার

তিরুঅনন্তপুরম, ৩১ মার্চ: মঙ্গলবার কেরলে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছে গেরুয়া শিবির। সেখানে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী- সব প্রকল্পের ধাঁচে নতুন কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। 'বিকশিত কেরলম' গড়তে মহিলাদের জন্য মাসিক ৩ হাজার টাকা, দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকার রিচার্জ-সহ ঢালাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি।

আগামী ৯ এপ্রিল একদফায় কেরলে বিধানসভা নির্বাচন। ১৪০টি আসনে একদিনেই ভোটগ্রহণ হবে। এখনও পর্যন্ত কেরলে সরকার গড়তে পারেনি বিজেপি। দক্ষিণের রাজ্যটিতে এবার জোরকদমে প্রচার চালিয়েছে পদ্মশিবির। কেরলের জন্য ইস্তেহারে বহু সুযোগসুবিধার ঘোষণা করা হয়েছে। গ্যাস সংকটের মধ্যে ঘোষণা-দরিদ্র পরিবারগুলিকে বছরে দু'টি করে এলপিজি সিলিন্ডার দেওয়া হবে-বড়দিন এবং ওনামের সময়ে। এছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়িতে বছরে ২০ হাজার লিটার জল দেওয়া হবে বিনামূল্যে। নতুন রেলপথ, মেট্রো পথের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

হরমুজ সংকট নিয়ে ব্রিটেনকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ: ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে পেন্টাগনের সঙ্গী হতে অস্বীকার করায় এ বার ব্রিটেনকে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর সেই সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হরমুজ প্রণালীতে তেহরানের অবরোধের জেরে জ্বালানি সমস্যাকেও জুড়ে দিলেন সেই প্রসঙ্গে।

নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ব্রিটেনকে খোঁচা দিয়ে লিখেছেন, 'যে সব দেশ হরমুজ প্রণালী অবরোধের কারণে জেট জ্বালানি পাচ্ছে না, যেমন

ব্রিটেন, যারা ইরানের বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল, তাদের প্রতি আমার পরামর্শ, নম্বর ১, আমেরিকা থেকে কিনুন, আমাদের প্রচুর আছে, এবং নম্বর ২, কিছু বিলম্বিত সাহস সঞ্চয় করুন, প্রণালীতে যান, আর সরাসরি নিয়ে আসুন।'

এর পরেই ওই পোস্টে তাঁর হুঁশিয়ারি- 'আপনাদের নিজেদের জন্য লড়াই করা শিখতে শুরু করতে হবে। আমেরিকা আর আপনাদের সাহায্য করতে থাকবে না, ঠিক যেমন আপনারা আমাদের জন্য ছিলেন না। ইরান প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অভিযানের কঠিন অংশ শেষ। নিজেরাই গিয়ে নিজের তেল নিয়ে আসুন।'

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধি। গত মঙ্গলবার অসুস্থতার কারণে তাঁকে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। এক সপ্তাহ সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেন চিকিৎসকেরা। আপাতত বাড়িতে রেখেই তাঁর চিকিৎসা করা হবে বলে খবর।

হাসপাতালের চেয়ারম্যান অজয় স্বরূপ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ঠান্ডা এবং দূষণের জন্য সোনিয়ার শ্বাসকষ্টের সমস্যা সামান্য বেড়েছিল। তাই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে বর্ষীয়ান নেত্রীকে ভর্তি করানো হয়েছিল। চিকিৎসার সময় সংক্রমণও ধরা পড়েছিল। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করা হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, চিকিৎসায় ভাল সাড়া দিয়েছেন সোনিয়া। কাজ দিয়েছে ওষুধেও। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় মঙ্গলবার সকালে তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে বাড়িতে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি।

ময়দান

বর্ডার-গাভাসকর সূচিতে ইডেনের অনুপস্থিতি ! প্রতিক্রিয়া সিএবি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেটের আবেগ, ইতিহাস আর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি আবার ফিরছে ২০২৭ সালে। সূচি ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। কিন্তু এই ঘোষণার আনন্দের মাঝেই কোথাও যেন একটা শূন্যতা থেকে গেল, কলকাতার প্রাণ, ইডেন গার্ডেন্স এই সিরিজের অংশ নয়। সূচি বলছে, ২১ জানুয়ারি নাগপুরে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। এরপর চেন্নাই, গুয়াহাটি, রাঁচি পেরিয়ে শেষ ম্যাচ হবে আহমেদাবাদে। কাগজে-কলমে সবকিছু নিখুঁত, দেশের নানা প্রান্তে ক্রিকেট পৌঁছে দেওয়ার একটা স্পষ্ট প্রচেষ্টা। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে টেস্ট ম্যাচ হওয়া নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়, নতুন দর্শকদের কাছে এই ফরম্যাটকে আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার এক বড় সুযোগ। রাঁচির মতো ভেন্যুতেও ম্যাচ আয়োজন সেই একই বার্তা দেয়, ক্রিকেট আর কেবল কয়েকটা শহরের মধ্যে আটকে নেই।

তবুও প্রশ্নটা থেকে যায়, এই যাত্রায় ইডেন কোথায়?

দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ইডেন গার্ডেন্সে বড় টেস্ট ম্যাচ হওয়া সবসময়ই দারুণ। সিএবি প্রেসিডেন্ট এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে আমি এখানে টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করতে চাই। আমরা ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট আয়োজন করেছি, তারপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ এবং আইপিএল ম্যাচের আয়োজন করছি।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতের বিভিন্ন স্টেডিয়ামের মান খুবই ভালো। চেন্নাইয়ে টেস্ট হচ্ছে দেখে আমি খুশি আর গুয়াহাটি ও রাঁচির মতো ভেন্যুতেও ম্যাচ হচ্ছে, যেখানে সুযোগ-সুবিধা চমৎকার। ইডেনে যত ম্যাচ আয়োজন করার ইচ্ছা থাকুক না কেন, দেশের অন্য ভেন্যুগুলোকেও সুযোগ দিতে হবে।'

শুধু একটা স্টেডিয়াম নয়, ইডেন গার্ডেন্স মানে এক ইতিহাস, এক আবেগ, এক অদ্ভুত সম্পর্ক দর্শক আর খেলোয়াড়ের মধ্যে। সেই মাঠেই তো একসময় সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে ভারত গড়ে তুলেছিল অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের গল্প। সেই মাঠেই রাহুল দ্রাবিড় আর ভিভিএস লক্ষ্মণ লিখেছিলেন এক অনন্য ব্যাটিং মহাকাব্য, যা আজও ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে জীবন্ত। এই প্রেক্ষাপটে সৌরভ গাঙ্গুলির কথায় ধরা পড়ে এক ধরনের টানাপোড়েন। তিনি যেমন চান ইডেনে বড় ম্যাচ ফিরুক, তেমনই বুঝতে পারেন দেশের অন্য ভেন্যুগুলোকেও সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। তাঁর কথায়, দেশের প্রতিটি স্টেডিয়ামেরই নিজস্ব মান এবং গুরুত্ব রয়েছে, চেন্নাই, গুয়াহাটি বা রাঁচি, সব জায়গাতেই ক্রিকেটের জন্য পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, দর্শকদের আগ্রহও বাড়ছে। তাই এই বিস্তারের মধ্যেও ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে বোর্ড। অন্যদিকে ভেঙ্কটপতি রাজুর বক্তব্যে ফুটে ওঠে এক ধরনের নস্টালজিয়া। তিনি মনে করিয়ে দেন সেই সময়ের কথা, যখন কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, দিল্লি আর কানপুর, এই পাঁচটি কেন্দ্রই ছিল টেস্ট ক্রিকেটের প্রাণ। তাঁর মতে, বড় ম্যাচের আলাদা একটা মর্যাদা আছে, আর সেই মর্যাদা ধরে রাখতে ঐতিহ্যবাহী ভেন্যুগুলোর ভূমিকা এখনও অস্বীকার করা যায় না।

হারের মুখ থেকে প্রত্যাবর্তন

কনোলির হাত ধরে স্বস্তির জয় পাঞ্জাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একটা সময় মনে হচ্ছিল ম্যাচটা একেবারে একপেশে হয়ে যাবে। আবার হঠাৎই পাল্টে যাচ্ছিল ছবিটা;যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছিল না, জয়ের হাসি কার মুখে ফুটবে। মঙ্গলবার আইপিএলের উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত স্নায়ুর জোরে বাজিমাত করল পাঞ্জাব কিংস।

মুল্লানপুরের মাঠে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় পাঞ্জাব। শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, এই পিচে রান তোলা খুব সহজ হবে না। অন্যান্য ভেন্যুর মতো এখানে ব্যাটারদের জন্য খুব বেশি সুবিধা ছিল না। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে গুজরাট টাইটান্স শুরুটা খারাপ করেনি, কিন্তু সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ওপেনার শুভমান গিল কিছুটা দায়িত্ব নিয়ে খেলেন এবং দলের হয়ে সর্বোচ্চ রানও করেন। ২৭ বলে ৩৯ রানের ইনিংসটি ছিল সংযত ও প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে জস বাটলারও ৩৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, তবে কেউই বড় ইনিংস গড়ে তুলতে পারেননি।

পিচের আচরণ ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। প্রথম দিকে বল ভালোভাবে ব্যাটে এলেও পরে গতি কমে যায়, ফলে টাইমিং করা কঠিন হয়ে ওঠে। গুজরাটের ব্যাটাররা সেই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারেননি। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়তে থাকায় বড় স্কোর গড়ার সুযোগ হাতছাড়া হয়। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রানে থামে তাদের ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাব শুরুটা বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতেই করে। যদিও প্রথম উইকেটটা দ্রুত পড়ে যায়, কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে খেলার মোড় ঘুরে যায়। দুই ব্যাটারের মধ্যে গড়ে ওঠা ৭৬ রানের পার্টনারশিপ পাঞ্জাবকে মজবুত ভিত এনে দেয়। ১২ ওভারের কিছু পরে যখন দলের স্কোর ১১০, তখন তৃতীয় উইকেট পড়ে। সেখান থেকেই যেন ম্যাচে নতুন নাটকীয়তা শুরু হয়।গুজরাটের হয়ে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ একেবারে আগুন ঝরানো স্পেল করেন। মাত্র দুই ওভারে চার রান দিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন তিনি। তার এই দুরন্ত বোলিংয়ে মুহূর্তের মধ্যেই ম্যাচে ফিরে আসে গুজরাট। ১১৮ রানের মধ্যেই ছয় উইকেট হারিয়ে ফেলে পাঞ্জাব।

সাতদিন ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে ইস্টবেঙ্গল, মাঠে ফিরবেন কেভিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহামেডানের বিরুদ্ধে বড় জয়ের পর অনুশীলনে সাতদিনের ছুটি দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দল। সাতদিন পর মঙ্গলবার যুবভারতীর প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে অনুশীলনে নামল অস্কার ব্রুঁজোর ইস্টবেঙ্গল। যদিও ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচের আগে এখনও হাতে বেশ কিছুটা সময় রয়েছে। আগামী ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ান এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে যাবে ইস্টবেঙ্গল। সাধারণত ছুটির পর প্রথম দিনের অনুশীলনে হালকা গা ঘামাতেই দেখা যায় ফুটবলারদের। তবে এদিন লাল-হলুদ ফুটবলারদের নিয়ে টানা দেড় ঘণ্টা অনুশীলন করালেন অস্কার ব্রুঁজো। এমনকি অনুশীলন শেষের পরও বাড়তি গা ঘামালেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

জাতীয় দলে থাকা তিন ফুটবলার আনোয়ার আলি, এডমুন্ড লালরিনডিকা এবং জিকসন সিং ছাড়া বাকিরা সকলেই এদিন অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন। কোনও বিদেশিই বাড়তি ছুটি কাটালেন না।

অনুশীলনের শুরুতে প্রায় ১০ মিনিট টিম মিটিং করেন কোচ অস্কার। তারপর ওয়েট লিফটিং, শারীরিক কসরত ও রন্ডো খেলে শুরু হয় মূল অনুশীলন। তিন ভাগে ভাগ করে ম্যাচ খেলতে দেখা যায় মিগুয়েল-রশিদদের। রামসঙ্গা চোটের কারণে এখনও সাইডলাইনে রয়েছেন। এদিকে স্বস্তির খবর ফিট হয়ে উঠেছেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে। এদিন প্রথম ৩০ মিনিট দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন তিনি। আশা করা যায়, ১১ তারিখ চেন্নাই ম্যাচে তাকে মাঠে নামতে দেখা যেতে পারে। প্রথম একাদশে নাহলেও অন্তত স্কোয়াডে থাকবেন তিনি। এদিকে কেভিন প্রথম একাদশে ফিরে আসলে কোন বিদেশিকে বেঞ্চে বসাবেন কেভিন, সেটাই চিন্তার বিষয় অস্কারের কাছে। সউল ক্রেস্পো, মিগুয়েল নাকি রশিদ, কাকে ছেড়ে কাকে বাদ দেবেন তিনি।

রাজ্য বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ-এ গ্লাভস হাতে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, ক্রীড়া সংগঠক স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা।

অভিষেকেই গোল উইলিয়ামসের, হংকং-কে হারাল ভারত

ভারত ২ (উইলিয়ামস, আকাশ মিশ্র) হংকং ১ (এভার্টন)

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান কাপের মূলপর্বের লড়াই থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল ভারতীয় ফুটবল দল। গোটা বাছাই পর্বে এই প্রথম জয়ের মুখ দেখল ভারত। মঙ্গলবার কোচির জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে হংকং-কে ২-১ গোলে হারাল খালিদ জামিলের দল। অভিষেকেই নজর কাড়লেন ভারতের প্রথম ওসিআই ফুটবলার রায়ান উইলিয়ামস। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই তারকা ফুটবলার প্রথম ম্যাচের পরই বড় স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের। গোল তো করলেনই, একাধিক সুযোগ তৈরি করলেন। গোটা আক্রমণভাগকে দুর্দান্ত পরিচালনা করলেন। দীর্ঘদিন বাদে ভারত জয়ের মুখ দেখল। দেশের মাটিতে প্রথম কোচ খালিদ জামিলের।

হংকংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটা এই জয়টা কিছুটা স্বস্তি দেবে খালিদকে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুছিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও এই জয় আত্মবিশ্বাস জোগাবে। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপটে খেলছিল ভারত। গোটা প্রথমার্ধেওব তাই। ম্যাচের চার মিনিটেই উইলিয়ামস প্রথম গোলটি পেয়ে যান। মাঠের ডানপ্রান্ত থেকে দুর্দান্ত ক্রস বক্সে পাঠান মনবীর। সেই বল পেয়ে জালে জড়িয়ে দেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধেও পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফের গোল পেয়ে যায় ভারত। আকাশ মিশ্রর অনবদ্য শট থেকে ২-০ এগিয়ে যায় ব্লু-টাইগার্সরা। হংকংয়ের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন এভার্টন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

শ্যামল হাতি

নন্দিতা চৌধুরী

হাওড়া দক্ষিণ কেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সিন্ডিকেট রাজে মলিন শাসকের ভাবমূর্তি

শুভাশিস বিশ্বাস

প্রকাশিত হল বিজেপির চতুর্থ প্রার্থী তালিকা। আর এই তালিকাতেই যেন গেরো খুলল হাওড়া দক্ষিণের। প্রথম তিন তালিকায় প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হলেও চতুর্থ তালিকায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জানাল দক্ষিণ হাওড়া থেকে নির্বাচনী লড়াই করবেন শ্যামল হাতি।

এদিকে এই হাওড়া দক্ষিণ এমন একটি বিধানসভা যেখানে হাতে গরম উদাহরণ মিলবে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থা নিয়ে। এই বিধানসভা এলাকার বি গার্ডেন লক্ষ্মীনারায়ণ তলায় অবস্থিত দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল। বামফ্রন্ট সরকার গরিব, খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে তৈরি করেছিল ওই হাসপাতাল। তবে ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই সারা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মত বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের। কোন জরুরি পরিষেবা পান না সাধারণ মানুষ। বর্তমানে হাসপালের বিভিন্ন ঘরের ছাদ দিয়ে ঘরের মধ্যে জল পড়ে। জরুরি কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই হাসপাতালে। চারদিকে আগাছায় ভর্তি। হাসপাতালে গেলে দেখা মেলে না চিকিৎসক থেকে নার্সিং স্টাফদের। এদিকে কয়েক লক্ষ মানুষের বসবাস এই বিধানসভা এলাকায়। প্রতি দিন হাজার হাজার মানুষকে চিকিৎসার জন্য হয় কলকাতা নয়তো হাওড়া জেলা হাসপাতালে যেতে হয়। হাসপাতালে ভর্তির জন্য বেড না পেয়ে বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে বাধ্য হন সাধারণ মানুষজন। বিধানসভা এলাকায় মানুষজন সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এমন এক অবস্থায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় রোগীকে। আর বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মানে কী পরিমাণ টাকা কোথা দিয়ে বেরিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। ফলে চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এমনই প্রেক্ষিতে এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে সিপিআই(এম) প্রার্থী ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় গেলে তাঁর কাছে হাসপাতালে চরম অব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন স্থানীয়রা।তাঁদের অভিযোগ হাসপাতালের বিশাল জমি বেসরকারি হাসপাতাল কর্তপক্ষের কাছে বিক্রি করে দিতে চায় রাজ্য সরকার। হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য বারেবারে শাসক দলের স্থানীয় বিধায়ককে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি বলেও জানান তাঁরা। এবার এই অবস্থা থেকে বাঁচতে তাদের দাবি, অবিলম্বে দক্ষিণ হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালের আধুনিকিকরণ। যাতে তাদের আর অসুস্থ রোগীকে নিয়ে অন্যত্র ছুটে বেড়াতে না হয়।

এর পাশাপাশি দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে থানা মাকুয়া, জোড়হাট, পাঁচপাড়া, দুইলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সিপিআই (এম) প্রচারে গেলে প্রার্থীকে কাছে পেয়ে নানান অসুবিধার কথা শোনা স্থানীয়রা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোর করে পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল পুরসভা দখল করেছে ঠিকই তবে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি পঞ্চায়েতগুলিতে, এমনটাই অভিযোগ বাসিন্দাদের। পাশাপাশি তাঁরা এও জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। এছাড়াও শাসক দলের মদতে তৈরি হচ্ছে বেআইনি বহুতল। বাসিন্দাদের অভিযোগ বারেবারে শাসক দলের বিধায়ককে জানিয়ে কোন সুরাহা হয়নি। এছাড়াও বিধানসভা এলাকার মধ্যে হাওড়া কর্পোরেশনের কয়েকটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানান ঘরে ঘরে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কথা শাসক দলের পক্ষ থেকে বলা হলেও পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। দূষিত জল পান করেই বাসিন্দাদের থাকতে হচ্ছে বলে সিপিআই (এম) প্রার্থীকে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ শোনার পর সিপিআই (এম) প্রার্থী ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সমস্যা সমাধানে পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

এদিকে এই দক্ষিণ হাওড়ায় যেন নিজেদের গুছিয়েই তুলতে পারছিল না বিজেপি। গত ১৫ মার্চ নির্বাচনী নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হলে হাওড়া সদরের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে জোরকদমে প্রচারে নামে তৃণমূল ও বাম শিবির। তবে প্রচারের নিরিখে পিছিয়ে থাকে বিজেপি। বিশেষ করে মধ্য হাওড়া ও দক্ষিণ হাওড়ার মতো দুই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে না পারায় কার্যত দিশাহীন দেখায় পদ্ম শিবিরের কর্মী-সমর্থকদের। যখন ঘাসফুল ও বাম প্রার্থীরা দিনভর জনসংযোগ, দেওয়াল লিখন ও প্রচারে ব্যস্ত তখন অন্যদিকে বিজেপির কর্মীদের অনেকে জানেন না, কার হয়ে প্রচার করবেন। ফলে এই দুই কেন্দ্রে বিজেপির সংগঠনকে যেন কিছুটা স্থবির দেখাতে থাকে। এরই মধ্যে কর্মীদের একাংশ স্পষ্ট হুঁশিয়ারিও দেন, 'বহিরাগত' বা 'দলবদলু' প্রার্থী করা হলে প্রচার থেকে সরে দাঁড়াবেন।

উল্লেখ্য, বিজেপির প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় হাওড়া জেলার শহর ও গ্রামীণ মিলিয়ে পাঁচটি কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে উত্তর হাওড়ায় উমেশ রাই এবং ডোমজুড়ে গোবিন্দ হাজরাকে প্রার্থী করা নিয়ে শুরু থেকে অসন্তোষ দানা বাঁধে। উত্তর হাওড়ায় গত দু'বারের পরাজিত প্রার্থীকে ফের টিকিট দেওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে কর্মীদের মধ্যে। দ্বিতীয় দফার তালিকাও বিতর্ক এড়াতে পারেনি। বালির প্রার্থী সঞ্জয় সিংকেও 'বহিরাগত' তকমা দেওয়া হয়, আর সাঁকরাইলেও প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে তো অসন্তোষ চরমে ওঠে। আর প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হওয়ায় জেলা বিজেপির কয়েকজন প্রবীণ নেতা বেশ হতাশ সুরে জানান, 'দেওয়াল লিখন তো দূরের কথা, কার হয়ে প্রচার করব সেটাই জানি না। টাকার বিনিময়ে আসন বণ্টনের অভিযোগও উঠছে। এভাবে চলতে থাকলে একুশের মতো বিরোধী আসনে থাকতে হবে দলকে।' যদিও বিজেপির জেলা সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিং প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবি করেন, 'দল যাকেই প্রার্থী করুক, মানুষ নরেন্দ্র মোদি ও পদ্মফুলকেই সমর্থন করবেন। ক্ষোভ সাময়িক, কর্মীরা সঙ্ঘবদ্ধ।'

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বিজেপিতে এই ছবিটা কিন্তু শুধুমাত্র হাওড়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে তা নয়, প্রার্থী নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষের জেরে শীর্ষ নেতৃত্বকে নিশানা করে কার্যত বিদ্রোহের পর্ব শুরু হয়ে গেছে বিজেপির অভ্যন্তরে। নিশানায় রয়েছেন দুই নেতা। একজন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, আরেকজন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দল ১৯টি আসন ছেড়ে বাকি আসনগুলিতে প্রার্থী দিয়েছে। শীর্ষ রাজ্যস্তরের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, এই প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশকেই পাড়ার লোকেও চেনে না। যা নিয়ে ব্যাপক টানাপোড়েনের জেরে সরাসরি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ও আরএসএসের একটি অংশের দিকে তোপ দেগে চলেছেন রাজ্যস্তরের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই শীর্ষস্তরে খেলা শুরু হয়েছে। রাজ্যের শাসক দলের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগসাজশে আরএসএস এবং শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্বের নির্দেশমতোই সুনীল বনসল ও শমীকরা রাজ্যে একতরফা প্রার্থী ঠিক করেছেন। তাঁরাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করে আনতে চাইছেন।

হাওড়া দক্ষিণের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার একটি সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র। হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা আসনের একটি। তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। এই আসনে তিনটি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে। তিনবারই শাসক দল জয়ী হয়। আর এখানকার প্রায় সমস্ত ভোটারই শহুরে এলাকার। গ্রামীণ ভোটার মাত্র ০.৪২ শতাংশ। এই কেন্দ্রের ইতিহাস কয়েক দশক পুরনো। ১৯৫১ সালে হাওড়া শহরের চারটি বিধানসভা আসনের একটি হিসেবে ছিল হাওড়া দক্ষিণ। বাকি তিনটি ছিল উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে এই চারটি আসনই বিলুপ্ত করা হয়। এরপর অঞ্চলটিকে হাওড়া উত্তর, হাওড়া দক্ষিণ এবং হাওড়া মধ্য- পুনর্গঠিত করা হয় তিন ভাগে। ২০০৬ সালের আবারও হয় পুনর্বিন্যাস। এর ফলে হাওড়া দক্ষিণ, হাওড়া উত্তর ও হাওড়া মধ্য নামে নতুন চার আসন গঠিত হয়। এরপর ২০১১ সালে প্রথম ভোট। তবে কলকাতার একটি জনপ্রিয় উপশহর এই দক্ষিণ হাওড়া। ফলে কোথায় যেন কলকাতার সঙ্গে হাওড়া দক্ষিণ শহরটির বিস্তৃতির সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত। বর্তমানে, হাওড়া দক্ষিণ আসনটি হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড এবং সাঁকরাইল ব্লকের দোইলা, জোরহাট, পাঁচপাড়া ও থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। এই আসনে এ পর্যন্ত তিনটি নির্বাচন হয়েছে এবং সবকটিতেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছে।

হাওড়া দক্ষিণের ইতিহাস হাওড়া শহরের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে। নদী তীরবর্তী বাণিজ্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার হাত ধরে গড়ে উঠেছিল এই শহর। হাওড়া ময়দান, হাওড়া ব্রিজ এবং শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের মতো পরিচিত জায়গাগুলো এখানেই অবস্থিত। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, চটকল স্থানীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল। তবে অতীতের সেই গৌরব আর নেই। এখন চটকলগুলির অধিকাংশই বন্ধ। গড়ে উঠেছে বড় বড় বহুতল। দুয়িলা, জোড়হাট, পাঁচপাড়া ও থানামাকুয়া ছাড়া এখানকার নগরায়ণ প্রায় সম্পূর্ণ। হুগলি নদী পূর্ব সীমানা গঠন করেছে এবং দৈনন্দিন জীবন ও ব্যবসায় ভূমিকা রাখে। এর সুপরিচিত স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে হাওড়া ময়দান, হাওড়া ব্রিজ এবং শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন।

এই হাওড়া দক্ষিণের অবস্থান হাওড়া স্টেশন প্রায় তিন কিমি দূরে, এসপ্ল্যানেড ও বিবিডি বাগ ছয় কিমি, পার্ক স্ট্রিট আট কিমি, ময়দান ১২ কিমি এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ২৬ থেকে ২৮ কিমি দূরে। মধ্য কলকাতার প্রধান কেনাকাটা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত। হুগলির মতো পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি রয়েছে ১৫ থেকে ২০ কিমি দূরে।

এখানকার নির্বাচনী পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ সালে সিপিএমের কৃষ্ণ কিশোর রায়কে ৩১, ৪২২ ভোটে হারান তৃণমূলের ব্রজমোহন মজুমদার। ২০১৬ সালে তিনি সিপিএমের অরিন্দম বসুকে ১৬,১৯৪ ভোটে হারিয়ে নিজের আসন ধরে রাখেন। এরপর ২০২১ সালে নন্দিতা চৌধুরী তৃণমূলের প্রার্থী হন। বিজেপির রন্তিদেব সেনগুপ্তকে ৫০,৫৬৯ ভোটে পরাজিতও করেন। তবে এটা লক্ষণীয় যে, এই দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১৬ সালের তুলনায় বিজেপির ভোটের হার ২২ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে, সিপিএমের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পায়। তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ে। সিপিএমে ভোটের হার ২০১৬ সালে ছিল ৩৯.৫৩ শতাংশ।

তবে বিজেপির উত্থান এবং সিপিএমের পতন শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে। ওই বছর সিপিএমকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রের শুরু থেকে কখনও হারেনি বা পিছিয়ে থাকেনি। এমনকি লোকসভা নির্বাচনেও তারা তাদের আধিপত্য ধরে রেখেছিল। ২০১৯ সালে তৃণমূল এখানে বিজেপির থেকে ২৪,৫৮৪ ভোটে এগিয়ে ছিল। যা ২০২৪ সালে বেড়ে ২৯,৬৭২ ভোট হয়। বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট তৃতীয় স্থানে ছিল।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হাওড়া দক্ষিণ কেন্দ্রে ভোটার ছিলেন ২,৯৪,২৪৩ জন। এর মধ্যে ১,৪৯, ৯৮০ জন পুরুষ এবং ১,৪৪,২৬১ জন মহিলা ভোটার। দুইজন ভোটার তৃতীয় লিঙ্গের ছিলেন। এই কেন্দ্রে ৬২১টি পোস্টাল ভোট পড়েছিল। ২০২১ সালে হাওড়া দক্ষিণে সার্ভিস ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৪৪ জন (১৩৮ জন পুরুষ এবং ৬ জন মহিলা)। এদিকে ২০১৬ সালে হাওড়া দক্ষিণ কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৬৬,৬৪৫ জন। এর মধ্যে ১,৩৮,২১৫ জন ভোটার ছিলেন পুরুষ এবং ১,২৮,৪৩০ জন মহিলা। তৃতীয় লিঙ্গের কোনো ভোটার ছিলেন না। এই কেন্দ্রে ৭১৯টি বৈধ পোস্টাল ভোট ছিল। ২০১৬ সালে হাওড়া দক্ষিণে সার্ভিস ভোটারের সংখ্যা ছিল ১৯১ জন (১৩৩ জন পুরুষ এবং ৫৮ জন মহিলা)।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, ২০১১ সালে এই দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটদানের হার সর্বোচ্চ ৭৬.৮৪ শতাংশে পৌঁছেছিল। তবে ২০২৪ সালে তা সর্বনিম্ন ৬৯.৯৫ শতাংশে নেমে আসে। অন্যান্য নির্বাচনে এই হার ছিল-২০১৬ সালে ৭৩.৫৮ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৭৩.২১ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৭৩.৭৭ শতাংশ। এদিকে এসআইআর নিয়ে আরও একটি তথ্য এই হাওড়া দক্ষিণ সম্পর্কে না দিলেই নয়। আর তা হল, রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল এসইউসি-র প্রাক্তন সাংসদ তরুণ মণ্ডলের নাম। উল্লেখ্য, ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের সাংসদ ছিলেন তরুণ মণ্ডল। হাওড়ার বি গার্ডেনে তিনি থাকেন। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) শুনানি-পর্বে ডাক পেয়েছিলেন তরুণ। কাগজপত্রও জমা দিয়েছিলেন।এরপর দ্বিতীয় অতিরিক্ত যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে বিয়োজনের তালিকায় নাম রয়েছে হাওড়া দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত অংশ নম্বর ২৭৯-র ভোটার তরুণের। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেশের সংসদে দায়িত্ব পালন করে আসার পরে কী ভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন, ভেবে পাচ্ছেন না প্রাক্তন সাংসদ। ট্রাইবুনালে আবেদনের আগে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) সঙ্গে দেখা করার সময় চান এসইউসি নেতা।পাশাপাশি এই ঘটনা জানিয়ে তিনি চিঠি পাঠান কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের কাছে। সেই চিঠির কপিও তিনি পাঠিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছেও। চিঠিতে তিনি লেখেন, 'আমি সাংসদ ছিলাম। আমার এই অবস্থা হলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন কোন অবস্থায় রয়েছেন।'

শুধু তরুণ মণ্ডলের কথাই বা বলি কেন, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া (এসআইআর)-র শুনানিতে নির্বাচন কমিশন তলব করেছিল দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরীকেও। এরপর গত ৪ জানুয়ারি, রবিবার সমস্ত তথ্য নিয়ে হাওড়া ময়দানের শুনানি কেন্দ্রে উপস্থিত হন নন্দিতা। নন্দিতা এই বিষয়ে জানান, তাঁর হাওড়ার বাড়িতে বিএলও গিয়ে শুনানির ওই নোটিস দিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, 'কী কারণ তা আমিও বুঝতে পারছি না।' প্রসঙ্গত হাওড়ার বেশ কয়েকবারের বিধায়ক এবং সাংসদ প্রয়াত অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা নন্দিতা। তিনি দক্ষিণ হাওড়ার বর্তমান বিধায়ক এবং পাশাপাশি হাওড়া জেলা(সদর) মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীও বটে। ফলে এসআইআর শুনানির নোটিস পেয়ে কার্যত হতবাক তিনি। শুক্রবার নন্দিতা বলেন, 'মানুষকে হয়রান করতে বৈধ ভোটারদের এই ভাবে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। কী কারণে আমাকে শুনানিতে ডাকা হল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এদিকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, ততই তৃণমূল কংগ্রেস নেতাক্রমীরা আরও যেন সক্রিয় হয়ে উঠছেন তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে। কারণ, তাঁরা চান তাঁদের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে। তবে, এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, এই অঞ্চে বিজেপিও ধারাবাহিকভাবে শক্তি বৃদ্ধি করছে। যা লড়াইকে কঠিন করে তুলতে পারে। এই এলাকায় হিন্দিভাষী ভোটারও প্রচুর। তাঁরা মূলত বিজেপিকেই ভোট দেন। সঙ্গে রয়েছে বাংলা জুড়ে প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া। অনুন্নয়ন থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট রাজের দাপাদাপিতেও এই অঞ্চলের মানুষ নাজেহাল এবং বিরক্তও। আর এই সব নানা কারণে তৃণমূলের জনপ্রিয়তা বা রাজনৈতিক দল হিসেবে যে স্বচ্ছতা ২০২১ পর্যন্ত তাদের ছিল, তা যেন উধাও ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে। এর পাশাপাশি এবার মাথা চাড়া দিচ্ছে বামেরাও। ফলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশায় হাওড়া দক্ষিণের বাসিন্দারা।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
নন্দিতা চৌধুরী	তৃণমূল কংগ্রেস	১,১৬,৮৩৯	৫৩.৮৬ %
রণদেব সেনগুপ্ত	বিজেপি	৬৬,২৭০	৩০.৫৫ %
সুমিত্র অধিকারী	সিপিএম	২৭,২৮৭	১২.৫৮ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,৯৪৮	০১.৩৬ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
হাওড়া দক্ষিণ	২,৯৪,০৯৯	২,৫০,৪৯১	২,৫০,০৪৭

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে খড়গপুর সদর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

প্রচারে দুর্গাপুর পুর্বের কংগ্রেস প্রার্থী দেবেশ চক্রবর্তী।

প্রচারে পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অর্জুন মাহাতো।